নতুন ধারাবাহিক
বিকল্পিত রাজারহাট
চারের পাতায়

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

উত্তম যখন পরিচালক
পাঁচের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ১১ ভাদ্র – ১৭ ভাদ্র, ১৪২২ ঃ ২৯ আগস্ট – ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 44, 29 August - 4 September, 2015 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

বিধানসভা ভোটের আগে ব্যাপক রদবদল রাজ্য বিজেপিতে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

আসন্ন ২০১৬–র বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপিকে ঢেলে সাজার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং আরএসএস। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি হিসেবে রাহুল সিনহার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। এই নিয়ে পরপর দুটো পর্ব রাহুলবাবু রাজ্য সভাপতি হয়েছেন। বিজেপির দলীয় বিধান অনুযায়ী পরপর দুটো পর্বের বেশি কেউ রাজ্য সভাপতি পদে থাকতে পারবে না। এ কারণে আগামী রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে রাহুল সিনহার সভাপতিপদ এমনিতেই বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিজেপির দলীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বরে বর্তমান সভাপতির মেয়াদ শেষ হলেও এই পদের নির্বাচন হতে পারে পুজোর পরে। অর্থাৎ নভেম্বরে। দলের একটা অংশ মনে করছে পশ্চিমবঙ্গের সহকারী পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ সিংহর হাত রয়েছে রাহুল সিনহার মাথায়। একারণে পুনরায় রাহুলবাবুর ভাগ্যে সভাপতিপদের শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক পাঁচু গোপাল হাজরার মতে, এরকম সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ সিদ্ধার্থনাথ সিংহ মূলত বিজেপির অন্ধ্রপ্রদেশের পর্যবেক্ষক। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দলীয় পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয় বর্দি। এই কৈলাসবাবু আবার বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এছাড়া রাহুলবাবুর উপরে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির একটা বড় অংশ ক্ষুব্ধ বলে গোপনসূত্র থেকে জানা গিয়েছে। এই সূত্রের অভিযোগ, রাহুলবাবু পর পর দুটো সাংগঠনিক পর্ব রাজ্য সভাপতি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সংগঠন বৃদ্ধিতে জোর দেননি। তিনি যাদের জেলা সভাপতি করেছেন, তারা সকলেই তার 'ইয়েস ম্যান'। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির একটা বড় অংশের অভিযোগ, রাহুলবাবু নিজের স্বার্থে জেলাগুলোকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করে রেখেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি দলকে একপ্রকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। আর এর দৌলতেই তিনি বর্তমানে কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। বিজেপির অধিকাংশ কর্মীর মনের কথা এটাই, বলে এই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক জানান। বিজেপির বেশ কয়েকজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নিচুতলার নেতৃত্ব দলকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করে রাখার জন্য শাসকদলের সঙ্গে তাঁর গোপন আঁতাতের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

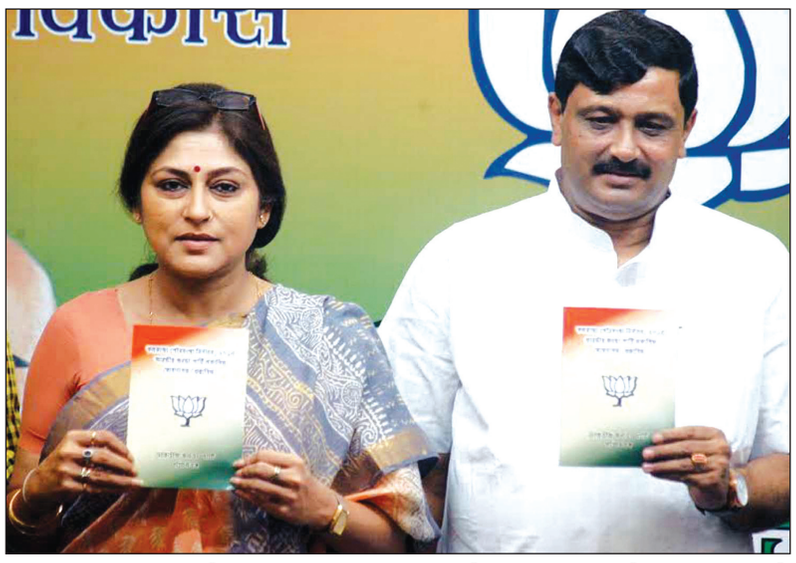

তারা রাহুলবাবুর সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। গত সোমবার দমদম পার্কে রাহুলবাবুর কুশপুতুল দাহ করা এই বিক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেছেন। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে বারাসত জেলার সাংগঠনিক নির্বাচনে ২০ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও তাপস মিত্রকে জেলা সভাপতি না করে মাত্র ৪টি ভোট পাওয়া কামদেব দত্তকে সভাপতি করেন। তেমনই বীরভূমে দুধকুমার মণ্ডলকে সভাপতি পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য করেন। যার ফলশ্রুতিতে আজ বীরভূমে বিজেপির অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছে। পাঁচুগোপালবাবুর মতে, গত লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী ড. সুভাষ সরকার সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য সভাপতি পদপ্রার্থী হতে পারেন। বৈদ্যুতিন সংবাদবাধ্যমে বারংবার মুখ দেখানোর সুবাদে অসীম সরকার, রবীন চট্টোপাধ্যায়, রীতেশ তেওয়ারিরা আজ পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে দলের পক্ষে তারা অযোগ্যদের তালিকভুক্ত। কারণ এরা চ্যানেলের বিতর্কে বসা ছাড়া দলীয় কোনও কর্মকান্ডে সময় দেন না, বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদের পরিবর্তে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দুধকুমার মণ্ডল, জয়প্রকাশ মজুমদারকে প্রচারের মুখ করা হতে পারে রাজনৈতিক এই পর্যবেক্ষকের দাবি। তার আরও দাবি এদের পাশাপাশি আসন্ন বিধাসভা নির্বাচনে বিজেপির এক বিশেষ প্রচারের মুখ হয়ে উঠতে পারেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। কারণ কেন্দ্রীয় আশীর্বাদ বিশেষ করে অরুণ জেটলির বিশেষ সহমর্মিতা রয়েছে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার হাবড়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গতদের সাহায্যার্থে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও দলমত নির্বিশেষে ত্রাণ বিলি করতে গিয়েছিলেন তিনি। এমন কি শাসক দলের বিরোধিতাকেও তিনি উপেক্ষা করেন। বিশ্বস্তসূত্রে খবর, রূপা দলের নিয়মকানুন না জানলেও বা না মানলেও দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর তার যে উদ্যোগ, তাকে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাধুবাদ জানিয়েছেন। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিনি শুধু প্রচারের অন্যতম মুখ নয়, আরও গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্বও তার উপরে ন্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞমহল। পাশাপাশি জয়প্রকাশ মজুমদারও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাবেন রাজ্য বিজেপিতে বলে বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। এদিন হাবড়ায় ত্রাণ বিলিতে রূপার পাশে ছিলেন জয়প্রকাশ। প্রবীণ ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও দেখা গিয়েছে, জয়প্রকাশ রূপাকেই এগিয়ে দিয়েছেন মানুষের কাছে পৌঁছনোর জন্য। যদিও রূপার হাবড়ায় আসা নিয়ে রাহুল সিনহা কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। তার মতে, দলীয় অনুমতি না নিয়ে রূপা হাবড়ায় গিয়েছেন। রাহুলের এহেন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রূপা জানিয়েছেন, তিনি হাবড়া ত্রাণ বিলি করতে এসেছেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ফান্ড নিয়ে, দলীয় ফান্ড নিয়ে নয়। আর তার গাড়িতেও দলীয় পতাকা ছিল না। ফলে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ সহ রাজ্য বিজেপির একটা বড় অংশ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে এ ব্যাপারে সমর্থন জানিয়েছেন।

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সপ্তাহের শুরুতেও অনিশ্চয়তার মেঘ। ভারত–পাকিস্তান আলোচনার রূপোলী রেখা মিলিয়ে গেল। ঠিক বৈঠকের আগেই পাকিস্তান সুলভ আচরণ বুঝিয়ে দিল আলোচনা, শান্তি, মৈত্রী, উন্নয়ন আর যাই হোক অন্তত পাকিস্তানের জন্য নয়। আর কাশ্মীর হল সেই নেগেটিভ তাস। প্রয়োজন পড়লেই সেই তাস খেলে সন্ত্রাসের মুখ আড়াল করা সম্ভবত পাকিস্তানের নেতাদের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা।

রবিবার : আজকের সকালটা চাপ অনেকটা কাটিয়ে দিল। বাঙালি হিসাবে যখন লজ্জা ঢাকবার জায়গা খুঁজছি তখন জানা গেল কলরবের রাজনীতি এড়িয়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্সির সমাবর্তনে। সাবাশ। এমন জবাবই তো মানুষ আশা করেছিল। প্রেসিডেন্সিয়ানদের কাছ থেকে।

সোমবার : এদিনের সকালটা বহুদিন বাদে বাঙালিকে আলোকজ্জ্বল করল। বড় পরিসরে উদ্বোধন হল বন্ধন ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির হাতে। ধন্যবাদ চন্দ্রশেখর ঘোষ। দেখালেন বাঙালিরাও পারে।

মঙ্গলবার : ফের নারী পুরুষের দ্বৈরথ। কাঠগড়ায় মাতৃভূমি লোকাল। পরের দিনই বাঙালি ফের ফিরেছে বাঙালিতে। একটি ট্রেনের দখল নিয়ে এমন নৈরাজ্য তৈরি কি কোনও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাজ! যেভাবেই হোক বাঙালিকে ছোট করা এখন অভ্যাসে পরিণত করেছি আমরা।

বুধবার : ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন তা হল স্বাস্থ্য। হাসপাতালের পরিবেশ–পরিকাঠামো বদলানো থেকে শুরু করে ন্যায্যমূল্যে ওষুধ কি করেননি তিনি। অথচ স্বাস্থ্য বিভাগে যারা প্রতিনিয়ত মানুষের সেবায় রত তাদের বদলাতে পারলেন না। তাই তো এখনও মমতার আমলেই বাতিল কিট দিয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

বৃহস্পতিবার : ভারতে এখনও গোষ্ঠী রাজনীতি প্রকট। গুজরাতের মতো একটি অগ্রণী রাজ্যেও সংরক্ষণের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল রাজ্যবাসী। সংরক্ষণের রাজনীতি ভারতবাসীকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আরও খারাপ দিন এগিয়ে আসছে না তো!

শুক্রবার : লাল পতাকা মানেই রক্ত। বাম রাজনীতি লড়াইয়ের নামে নৈরাজ্য ছাড়া মানায় না। কৃষকদের সামনে রেখে তারই এক মহড়া প্রদর্শন করলেন এ রাজ্যের বাম নেতারা যারা ক্ষমতায় থেকে দীর্ঘদিনেও কৃষকের হাল বদলাতে পারেন নি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

গোপনে কবর : গ্রেফতার পরিবার

মেহেবুব গাজি

এক প্রৌঢ়াকে খুন করে বেআইনীভাবে সৎকার করার অভিযোগে স্বামী, ছেলে ও বৌমাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি রায়দিঘির উত্তর কাশীনগরের। ধৃতেরা হল স্বামী ফটিক সর্দার, ছেলে কার্তিক ও বৌমা মালতী সর্দার। নিহত প্রৌঢ়া দুর্গারানী সর্দার (৬৫)। বৃহস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে স্থানীয় চক্রতীর্থ শ্মশানের মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয় দুর্গার দেহ। উল্লেখ্য, সর্দার পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর পর মাটি খুঁড়ে সমাধিস্থ করাই রীতি। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর দুর্গার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর কাশীনগরের তপশীলি জাতির এই পরিবারটি বাঁশের ঝুড়ি–চুপড়ি বানিয়ে দিন গুজরান করে। প্রৌঢ়া দুর্গা দীর্ঘদিন ধরে মাথার ক্যানসারে ভুগছিলেন বলে পরিবারের দাবি। একসময় অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গত ১৯ জুলাই দুর্গা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে পরিবারের দাবি। তার মৃত্যুর পর পরিবার এবং স্থানীয়রা মিলে পুলিশকে না জানিয়ে স্থানীয় শ্মশানে দুর্গার দেহ সমাধিস্থ করে। কিন্তু এক আত্মীয় বলরাম সর্দার আত্মহত্যার কথা মেনে নিতে রাজি হন নি। তিনি রায়দিঘি থানায় ৪ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বলরামের অভিযোগ, সম্পত্তির লোভে পরিবারের অন্য

সদস্যরা দুর্গাকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে দুর্গার স্বামী, ছেলে ও বৌমাকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মাটি খুঁড়ে দেহ উদ্ধার করা হয়। ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে দেহ তোলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।'

টাকা উধাও, ব্যাঙ্ক নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : অন্ধকারে গ্রাহক। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও বার্ধক্য ভাতার টাকা। একইরকম ভাবে দু'দফায় ডায়মন্ড হারবারের জোকতাবলার বাসিন্দা বৃদ্ধা আছিয়া বেওয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। দু'দফায় ভাতার তিন হাজার একশ টাকা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সঙ্কটের মধ্যে পড়েছেন দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারি বৃদ্ধা। বারে বারে ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়ে কোনও সুরাহা না মেলায় অবশেষে বুধবার ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবিতে ডায়মন্ড হারবার থানাতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিতা প্রৌঢ়া। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, বেশ কয়েক মাস ধরে বার্ধক্যভাতা পান বছর পঁচাত্তরের আছিয়া। ওই ভাতা পেতে ২০১৪তে ডায়মন্ড হারবারের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখার একটি

অ্যাকাউন্ট খোলেন। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে ভাতার টাকা তুলতেন প্রৌঢ়া। নিরক্ষর আছিয়া টিপ সই দিতে টাকা তুলতেন। গত বছরের অক্টোবর মাসে শেষ টাকা তুলেছিলেন তিনি। হঠাৎ আছিয়া ব্যাঙ্কের পাশ বই আপটুডেটের পর জানতে পারেন, চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারি ৮০০ টাকা ও ৪ জুলাই ২৩০০ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। অভাবী আছিয়া বেওয়ার অভিযোগ, 'আমি এই টাকা তুলিনি। ব্যাঙ্কেও যায়নি। কিন্তু কয়েকমাস আগে আমি চিকিৎসা করানোর জন্য ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে গিয়ে জানতে পারি অ্যাকাউন্ট থেকে কেউ টাকা তুলে নিয়েছে। সে কথা একাধিক বার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে জানিয়েছি। তারপরেও ব্যাঙ্ক কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এখন টাকার অভাবে আমি চিকিৎসা করাতে পারছি না।' এরপর আছিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বৃদ্ধার বৌমা মুনমুন জানান, 'ম্যানেজার মৌখিক আশ্বাস দেওয়ার দু'মাস পরও কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি ব্যাঙ্ক। বাধ্য হয়ে শ্বাশুড়ি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন।' ঘটনার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক সূত্রের খবর ওই নামে নকল পাশ বই করে কেউ টাকা তুলে নিয়েছে। জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, 'তদন্ত চলছে। সব বেরিয়ে আসবে।'

খাদ্য সুরক্ষা ফর্ম অপ্রতুল, নাজেহাল বহু গরিব পরিবার

বিশ্বজিৎ পাল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে এনএফএসএ–এর যোগ্য পরিবার তালিকায় বহু পরিবারের নাম নেই। ফলে এই ব্লকে কয়েক হাজার গরিব মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে। এমনকি এনএফএসএ–এর যোগ্য পরিবার তালিকার অন্তর্ভুক্তিকরণের আবেদন পত্র ফর্ম–১ আর এবং ২ আর ফর্ম ঠিকমতন পাচ্ছি না এসসিএসটি, ওবিসি এবং গরিব মানুষগুলি। এমনই অভিযোগ বেশির স্থানীয় মানুষের। তপসিলি সংরক্ষিত ক্যানিং–১ ব্লকের অন্তর্গত মাতলা–১ ও ২, দিঘীরপাড়, তালদি, বাঁশড়া, নিকাড়ীঘাটা, গোপালপুর, ইটখোলা, দাঁড়িয়া, হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতগুলিতে ৩ লক্ষের উপরে মানুষের বসবাস। স্থানীয় বেশিরভাগ মানুষের অভিযোগ স্বচ্ছল এমন বহু পরিবারের নাম জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা তালিকায় তোলা হয়েছে। অথচ বহু গরিব পরিবারের নাম নেই সুরক্ষা তালিকায়।

প্রশাসন এই দুর্নীতি রোধে যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে আগামী দিনে তপশীলি সম্প্রদায়ভুক্তরা ঐক্যবদ্ধ হয় বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। আরও অভিযোগ সরকার অন্তর্ভুক্তকরণের কথা বললেও এই সবুজ এবং সাদা ফর্ম পাচ্ছে না বহু পরিবার। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট। ফর্ম দুটি পূরণ না করতে পেরে বহু এসসি, এসটি, ওবিসি পরিবার এবং ভূমিহীন পরিবারগুলি চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে। মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতলা মৌজায় ১০৪২ খতিয়ানে ভূমিহীন প্রায় এক হাজার পরিবার খাস জমিতে বসবাস করে। এই সমস্ত পরিবারগুলির না আছে পাট্টা না আছে রায়ত সম্পত্তি। অথচ এদের ৯০ ভাগ

পরিবারের নাম নেই জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা তালিকায়। তালিকায় নাম তুলতে মরিয়া এইসব পরিবারগুলি ফর্মের অভাবে নাজেহাল হয়ে গণ ডেপুটেশন ও বৃহত্তর আন্দোলনের নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান মঞ্জুনাথ বলেন, এই পঞ্চায়েত এলাকার যোগ্য পরিবারগুলি যাতে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা তালিকা থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি আছে। এই বিষয়ে পরিবারগুলিকে সচেতন করা হচ্ছে। বিগত কংগ্রেস ও বাম সরকারের ব্যর্থতায় দুর্দশাগ্রস্ত এই পরিবারগুলিকে পাট্টা দেওয়ার বিষয়ে বিভাগীয় দফতরে জানানো হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন প্রকৃত পরিবারগুলি যাতে সবুজ ফর্ম : ১ আর এবং সাদা ফর্ম–২ আর পায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সাপের কামড়ের প্রতিষেধকের মান নিয়ে অভিযোগ

কুনাল মালিক : সম্প্রতি জয়নগর পূর্ব গোবিন্দপুরের ২৪ বছর বয়স্ক অর্জুন সর্দারকে কালজে সাপ কামড়ায়। তাকে দুঘন্টার মধ্যে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ৯০টি অ্যান্টি ভেনাম সিরাম ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। তাতেও সে সুস্থ না হওয়ায় তাকে কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করে ডায়ালিসিস শুরু করা হয়। সম্প্রতি ভারী বর্ষণের পর ক্যানিং মহকুমার অধিকাংশ ব্লক জলমগ্ন হয়ে পড়ায়, সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমানে আমরা দেখছি সাপের প্রতিষেধক অ্যান্টি ভেনাম সিরাম ঠিকমতো কাজ করছে না। গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আগে ৩০–৩৫টা এভিএসেও কাজ হত। অথচ ৯০টা থেকে ৭০টা এভিএস কাজে লাগছে না। সম্প্রতি ৫–৬ জন লোক সাপে কাটায় মারা যান।

আমরা লক্ষ্য করেছি আগে যখন পাউডার হিসাবে এভিএস ছিল, তখন ভাল কাজ হত। আমরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার এবং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি। বিজনবাবু আরও বলেন, ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া নিয়ে স্বাস্থ্য দফতর যেমন প্রচার ও সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান করে, সর্পাঘাত নিয়ে সেসব কিছুই করেনা। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সর্পাঘাতে চিকিৎসার জন্য শীঘ্রই ভেন্টিলেশন ও ডায়ালিসিস ইউনিট শুরুর দাবি করেন বিজনবাবু।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম দাস মালাকার বলেন, এভিএসের গুণগত মান ঠিকই আছে। তবে যেহেতু অভিযোগ এসেছে আমরা পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখছি। তিনি বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস ও ভেন্টিলেশন সেন্টার শুরু হবে। প্রসঙ্গত গত বৃহস্পতিবার ক্যানিং সাপমুখী এলাকার এক নাবালিকা দশ বছরের ছয়মা নস্কর সাপের কামড়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভরতি হয়। তাকে ২০টা এভিএস দিয়েও বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এই নিয়ে এলাকায় আবার বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

বন্ধনের বর্ণাঢ্য পথচলা শুরু

পার্থসারথি গুহ

পথ চলা শুরু করল রাজ্যের প্রতিনিধি বন্ধন ব্যাঙ্ক। চন্দ্রশেখর ঘোষের অঙ্কুরিত বীজ যে আগামীতে মহীরূহ হয়ে উঠবে সে কথা অকপটে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিও। তাতে মাথা নেড়ে সম্মতিজ্ঞাপন করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। আর বাংলার লক্ষ্মীলাভের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ অনুষ্ঠানটির সাক্ষী থাকল পূর্ব কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামের অগণিত দর্শক। যাদের মধ্যে বন্ধন ব্যাঙ্কের একদম গোড়ার সময়কার লগ্নিকারীও সামিল হলেন। দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানীর তকমা ছেড়ে বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের দিকে কার্যত হুঙ্কার ছুঁড়ে দিল বাংলা। বস্তুত রিলায়েন্স ক্যাপিটাল সহ বাণিজ্যনগরীর অনেক সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়কে দূরে ঠেলে সামনের সারিতে উঠে এল শিল্প বিমুখ বাংলা। মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গল, তৃণমূল–সিপিএম আকচা–আকচির বাইরে বেরিয়ে অনেক দিক পর বাঙালি মেতে উঠল বন্ধন ব্যাঙ্কের এই আত্মপ্রকাশ নিয়ে।

বন্ধন ব্যাঙ্ক নিয়ে লিখতে বসে এই প্রতিবেদক যে অনেকটাই নস্টালজিক হয়ে পড়েছেন তা বলাইবাহুল্য। ফ্ল্যাশব্যাকে সামনে ভাসছে এক অন্য সাংবাদিক সম্মেলনের ছবি। ধর্মতলার হৎপিণ্ডে অবস্থিত পাঁচতারায় সেই অনুষ্ঠানের আয়োজকও ছিল বন্ধন গ্রুপ। বলাইবাহুল্য বন্ধন কর্তা চন্দ্রশেখর ঘোষের সান্নিধ্যে আসাও সেই প্রথম। বেশ মনে আছে তৎকালীন দৈনিক পত্রিকা 'ভোরের বার্তা'য় এই প্রতিবেদকের 'বাই–লাইন' লেখা বেরিয়েছিল সেদিন, যার শিরোনাম, 'ব্যাঙ্ক হতে চলেছে বন্ধন'। এখনও গুগুলে সার্চ দিলে সেই লেখা যা আজ একপ্রকার দলিলে পরিণত তা বেরিয়ে আসবে। এটাই স্বান্তনা তখন বড় সংবাদমাধ্যম তো বটেই কারও নজরে ছিল না বন্ধনের এই অভিষেক পর্ব।

সেপ্টেম্বর থেকে ভারতীয় বাজার ঘোরার সম্ভাবনা

চিন সঙ্কট ঘোরালো হওয়ায় রক্তস্নাত বিশ্ব

শুদ্ধাশিস গুহ

সপ্তাহের শুরুতেই রক্তস্নাত হল ভারতীয় অর্থ বাজার। সারা দুনিয়ার পতনশীল মার্কেটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিগত সাত বছরের মধ্যে সবথেকে বেশি পড়ার রেকর্ডও গড়ে ফেলল নিফটি–সেনসেক্স। পড়ার এখানেই শেষ নাকি আরও অনেক নেতিবাচক দিক বাকি আছে তা নিয়েও চলছে গুঞ্জন। অথচ গত জুন মাসের মধ্যবর্তী সময় থেকে ভারতের বাজার ঘুরে দাঁড়াবার পর বেশ এগিয়ে চলছিল সে। মাঝেমধ্যে ধাক্কা যে আসছিল না তা নয়। কিন্তু পরম অবহেলায় তা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাচ্ছিল ভারতের বাজার। যদিও শেষ পর্যন্ত বিশ্বায়নের জাঁতাকলে পড়ে অনাসৃষ্টি দেখা দিয়েছে এদেশের আর্থিক সূচকে। নিফটি চলে এসেছে ৭৮০০–র ঘরে। সেনসেক্সও ২৫ হাজারের ঘরে দুরুদুরু বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে।

এটা ঠিক এবারের এই মহাপতনে ভারতের নিজস্ব অর্থনীতি থেকে কোনও বিপদ ঘনায়নি। বরং গত সপ্তাহের কলমে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল চিনের সমস্যা নিয়ে তাই রীতিমতো ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়েছে। আর তার প্রবল দমকায় ছিটকে পড়ছে অর্থনীতির তাস। সারা বিশ্বের বাণিজ্যবাজারের প্রধান তিন নিয়ন্ত্রণ কর্তা আমেরিকা–চিন এবং জার্মানি। এর মধ্যে চিনের এই উলটপুরাণে স্বাভাবিকভাবেই পতনের বেগে ধাবিত হয়েছে আমেরিকা এবং জার্মানিও। তাদের হাত ধরে গোটা ইউরোপও। এই চিত্রনাট্য মোটামুটিভাবে রচিত হয়ে গিয়েছিল গত শুক্রবারেই। যেদিন ডাওজোন্স, ন্যাসড্যাক এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর পড়ে গিয়েছিল ব্যাপকভাবে। ফলে যা ঘটার তাই হল সোমবার। চিনের সাংহাই মার্কেট দশ শতাংশ, হ্যাংসেং ১০০০ পয়েন্ট, জাপানের নিকেইর ৬০০ পয়েন্ট পড়ে যাওয়ার খবর দিয়ে শুরু হয়েছিল ভারতীয় ভোর। এসজিএক্স নিফটি আগে থেকেই দেখাচ্ছিল ভারতের বাজার বিশাল গ্যাপ ডাউন অর্থাৎ প্রায় ১৫০ পয়েন্ট নিচে খুলতে চলেছে। এই হিসেবে নিফটির প্রোজেকশন দেখাচ্ছিল ৮১৫০। সবাইকে তাজ্জব করে সেই নিফটি কিনা শেষমেষ খুলল ২৫০ পয়েন্ট নিচে, ৮০৫০–র কাছে। যদিও খোলাটাই সার। নিফটি কিছুতেই আট হাজারের ওপর থাকতে পারছিল না। দিনের শেষে তা ৭৯০০ তো ভাঙলই, কোনওরকমে ৭৮০০–র কাছে গিয়ে ঠেকা দিয়ে দাঁড়ালো। এভাবে চললে আগামী কিছুদিনের মধ্যে ছয় হাজারের দিকে যাত্রা শুরু করতেও পারে নিফটি। যদিও আর্থিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ এত বড় পতনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন।

তাদের সাফ কথা, যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। পুরো বিশ্বের আর্থিক বাজারই তার কারেকশন পর্বের প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে চলে এসেছে। এখান থেকে খুব বেশি পড়ার সম্ভাবনা নেই বাজারের। তাও না আঁচালে যে বিশ্বাস নেই তা বেশ বুঝতে পারছেন সাধারণ লগ্নিকারীরা। কারণ আগেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে এই বিশেষজ্ঞরা সুবিধেমতো অবস্থান বদলাচ্ছেন। তবে এসপি তুলসিয়ানের মতো চল্লিশ বছর ধরে ভারতীয় শেয়ার বাজারে কাজ করা পণ্ডিত অর্থনীতিবিদ জানাচ্ছেন যা খারাপ তা ঘটে গেল আগস্ট মাসের মধ্যে দিয়ে। সেপ্টেম্বর সিরিজের শুরু থেকে বাজার ফের ইতিবাচক মোড় নেবে। উল্লেখ্য, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের যে সিরিজ শুরু হবে তা সংঘটিত হবে সামনের বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট থেকে। ওই সময় থেকে ভারতীয় শেয়ার বাজারে কেনার হিড়িক দেখা যাবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে যতদিন ভারতীয় বাজার থেকে এফআইআই বা বিদেশিরা মুখ ফিরিয়ে থাকবে ততদিন বাজার সেভাবে জমাট বাধবে না। তা যতই ডিআইআই বা ঘরোয়া লগ্নিকারীরা মোটা অঙ্কের শেয়ার কিনুক না কেন। আসলে বিদেশিদের ক্রয়ের পরিমাণ এবং ক্ষমতা অনেকটাই বেশি। তাও ইদানীং পেনশনের এক মোটা অঙ্কের অর্থ ভারতীয় শেয়ার বাজারে খাটতে থাকায় দেশি লগ্নিকারীদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। তাও যেভাবে বিদেশিদের ক্রমাগত বিক্রির ফলে ডলারের অনুপাতে টাকা দুর্বল হচ্ছে তাও যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

এমতাবস্থায় অনেকে আবার তুলনা টানতে শুরু করেছেন ২০০৮–এর সেই গ্লোবাল ক্রাইসিসের সঙ্গে। এখানে একটা বড় ফারাকের কথা মাথায় রাখলে ভারতীয় শেয়ারবিদরা অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারেন।সেটা হল সেবারের পতনের দাবানল শুরু হয়েছিল আমেরিকা থেকে লেম্যান ব্রাদার্সের চরম ভরাডুবির মধ্যে দিয়ে। সেদিক থেকে পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন। কারণ এবার বিপদ সংক্রমিত হচ্ছে চিন থেকে। আমেরিকা বা ইউরোপ তুলনামূলভাবে অনেকটাই মজবুত রয়েছে। আমেরিকার কাছে এই মুহূর্তে শিয়রে সংক্রান্তি বলতে সেদেশের প্রধান ব্যাঙ্ক বা ফেডের সুদ বাড়াবার প্রস্তাব। সুদ যে এই বছর বাড়ছে তা নিশ্চিত। কিন্তু বেশি পরিমাণে না বাড়লে বাজার তা গ্রহণ করে নেবে। মানে খুব বেশি পড়বে না। সুদের হার যদি অনুমানের যে বেশি বাড়ে তবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিই ফের ঝাঁকুনি খাবে। সেপ্টেম্বরে না হলেও ডিসেম্বরের মধ্যেই আমেরিকায় এই সুদ বাড়ার সম্ভাবনা।

এর মধ্যে ভারতীয় বাজারের পক্ষে একটা ইতিবাচক দিক বয়ে আনতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথা গভর্নর রঘুরাম রাজন। তিনি সেপ্টেম্বরে পয়েন্ট ৫০ পর্যন্ত সুদ কমাতে পারেন। এমন আশাই রয়েছে বাজার জুড়ে। যদি তা নাও হয় পয়েন্ট ২৫ হারে সুদ যে কমছে তা মোটামুটি ঠিক হয়েই রয়েছে। এমনকি বছরের শেষ লগ্নে আরও এক দফা কমতে পারে সুদের হার। এই অভ্যন্তরীন সুসংবাদের পরিধি অবশ্যই সাফল্য পাবে তখনই যখন বিদেশের সঙ্কট আপাতভাবে কাটবে।

অর্থনীতি

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৯ আগস্ট – ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

মেষ : ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতারযোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি যোগ রয়েছে। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ।

বৃষ : বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে কোনও দায়িত্বের মধ্যে যাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন : ভাই বোনদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। আয় ভালই হবে।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সপ্তাহের শেষে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে।

সিংহ : আপনার দৃঢ়তার জন্য সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। মনের মত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে।

কন্যা : যতই ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, বাধা–বিপত্তি আসুক না কেন আপনি অবশ্যই জয় লাভ করতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর না হওয়াই ভাল। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ হবে।

তুলা : স্নেহ প্রীতির যোগ রয়েছে কিন্তু সতর্কে চলতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ থাকলেও বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন।

বৃশ্চিক : বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফলভাল হবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। সতর্কে চলবেন।

ধনু : বন্ধু–বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। মনের কতা কাউকে না জানানোই ভাল, বাধার মধ্য দিয়ে আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। নাড়ীঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : মানসিকতার দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে বাধা। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় ও সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতিহবে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। তথাপি আপনি অর্থনৈতিক উন্নতিতে সক্ষম হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল করবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

মীন : শরীর ভাল যাবে না। বায়ু সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মধ্য দিয়ে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। আয়ের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারে সাব–ইনস্পেক্টর ফিল্ডম্যান, রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯২ জন সাব–ইনস্পেক্টর (ফায়ার), ফিল্ডম্যান, রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর (ফরেস্ট্রি) নিয়োগ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। সাব–ইনস্পেক্টর নিয়োগ হবে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে। রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর (ফরেস্ট্রি) নিয়োগ হবে ভারত সরকারের পরিবেশ ও মন মন্ত্রকে। ফিল্ডম্যান নিয়োগ হবে ভারত সরকারের বন ও বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীন ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়ায়। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পূর্বাঞ্চলীয় অফিস।

ক্যাটেগরি নম্বর অব পোস্ট : ই আর–০১ : সাব ইনস্পেক্টর (ফায়ার) : শূন্যপদ ৭৭টি (সাধারণ ৩৬, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২৪)। এর মধ্যে ৮টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শুধু পুরুষরা এই পদে আবেদন করতে পারবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক সহ বিএসসি ডিগ্রি। অথবা মাধ্যমিক এবং সেইসঙ্গে নির্দিষ্ট বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার যে কোনওটিতে ডিপ্লোমা।

শাখাগুলি হল : মেকানিক্যাল সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, অটোমোবাইলস, কেমিক্যাল, মাইনিং, অ্যারোনটিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন।

বয়স : ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৭০ সেমি (গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৬৫ সেমি, উপজাতি বা আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি)।

বুকের ছাতি : না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮১ ও ৮৬ সেমি (উপজাতি বা আদিবাসীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি)। উচ্চতা অনুসারে ওজন হতে হবে। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা বা তির্যক চাউনি থাকলে চলবে না।

দৃষ্টিশক্তি : দূরের ক্ষেত্রে ভালো চোখে (কারেক্টেড ভিশন) ৬/৬, কাছের ক্ষেত্রে খারাপ চোখে (কারেক্টেড ভিশন) ৬/১২ অথবা উভয় চোখে ৬/৯, জে–ওয়ান ও জে–টু। রং চেনার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকতে হবে। প্রার্থীদের দৈহিক সক্ষমতা যাচাই করা হবে।

এই পরীক্ষায় থাকবে: সাড়ে ৬ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, ১৬ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ৩টি সুযোগে ৩.৬৫ মিটার লং জাম্প, ৩টি সুযোগে ১.২ মিটার হাই জাম্প, ৩টি সুযোগে ৪.৫ মিটার দূরে ১৬ পাউন্ডের বল ছোড়া (শটপট)। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হবে। স্বীকৃত ফায়ার ফাইটিং কোর্স করা থাকলে এবং খেলাধূলায় দক্ষতা থাকলে বা এনসিসি–র সদস্য হলে অগ্রাধিকার।

বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩০,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

ক্যাটেগরি নম্বর অব পোস্ট : ইআর–০২ : রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর (ফরেস্ট্রি)। শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্ট্যাটিস্টিক্স বা অপারেশনস রিসার্চ বা ফরেস্ট্রি অথবা স্ট্যাটিস্টিক্স সহ ইকনমিক্স বা কমার্স বা ম্যাথমেটিক্স বা এগ্রিকালচারের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, অথবা ফরেস্ট্রি ম্যানেজমেন্টের ২ বছরের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। এগ্রিকালচার বা ফরেস্ট্রি ডেটা–সহ পরিসংখ্যান সংগ্রহ বা বিশ্লেষণের কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৯০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

ক্যাটেগরি নম্বর অব পোস্ট : ই আর ০৩ : ফিল্ডম্যান : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৩, তফশিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক।

বয়স : ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম: ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,১০০ টাকা

সবক্ষেত্রেই ২১–৯–২০১৫ তারিখে নির্দিষ্ট বয়স থাকতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

দরখাস্ত করবেন এ ফোর মাপের কাগজে নির্দিষ্ট বয়ানে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : * একটি পাসপোর্ট মাপের ফটো। দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় ফটোটি সেঁটে দিতে হবে।

* শিক্ষাগত যোগ্যতা (মার্কশিট–সহ), বয়স, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

* তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

*ফি বাবদ ৫০ টাকার সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট ফি স্ট্যাম্প দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সাঁটানোর পরে সেটি সংশ্লিষ্ট পোস্ট অফিস থেকে ক্যানসেল করিয়ে নিতে হবে। ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে।

অনলাইন ব্যবস্থায় ফি জমা দেওয়ার জন্য প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://sscon-line.nic.in রেজিস্ট্রেশনের জন্য নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর (ER–03/2015) দরকার হবে। রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে রেজিস্ট্রেশন আই ডি পাওয়া যাবে। আই ডি নম্বরটি টুকে রাখবেন। এরপর 'চেক পেমেন্ট' অপশনে ক্লিক করলে অনলাইন ফি জমা দেওয়ার উইন্ডো খুলে যাবে।

মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং কর্মহীন প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না।

দরখাস্ত করা খামের ওপর লিখবেন। 'APPLICATION FOR THE POST OF .....; CATEGORY NO OF POST. ER.....; ADVERTISEMENT NO : ER–0V 2015. শূন্যস্থানগুলি পূরণ করবেন।

২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : The Regional Director (ER). Staff Selection Commission (ER). Nizam Place, 1st MSO Building, 8th Floor, 234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata 700 020 ডাকে অথবা নিজে এই অফিসে গিয়েও দরখাস্ত জমা দিতে পারেন। দরখাস্তের বয়ান ও খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.sscer.org.

কাজের খবর

বিজ্ঞপ্তি

এই রাজ্যে বসবাসকারী যে সকল তন্তুজীবীর নিজস্ব তাঁত নেই এবং অন্যের তাঁতে কাজ করেন বা তাঁতটি বর্তমানে বয়নের উপযুক্ত নয়, সেই সকল তন্তুজীবীদের একটি নূতন গর্ত তাঁত এবং সরঞ্জাম রাজ্য সরকার ঘোষিত ''তাঁতি সাথী'' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

উক্ত প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য এই জেলার তাঁত শিল্পীদের সাদা কাগজে নিম্নলিখিত তথ্যসমেত দরখাস্ত নিজ জেলার উপ–অধিকর্তা, বস্ত্র শিল্প (হস্ততাঁত–ইত্যাদি), কলিকাতা ডিভিসান, নব মহাকরণ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সি–ব্লক, ১, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা–১–এর অফিসে ২৪/০৯/২০১৫ এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

স্বাক্ষর
উপ–অধিকর্তা, বস্ত্র শিল্প (হস্ততাঁত ইত্যাদি),
কলিকাতা ডিভিসান

দরখাস্তের বয়ান

১) নাম –
২) ঠিকানা –
৩) বয়স –
৪) পেশা –
৫) জাতি – (সাধারন / তফশিলি জাতি / তফশিলি উপজাতি / অনগ্রসর সম্প্রদায় / সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) –
৬) লিঙ্গ – (পুরুষ / মহিলা) –
৭) বর্তমানে কী ধরনের বস্ত্র বোনায় নিযুক্ত আছেন এবং কতদিন ধরে তাঁত বুনছেন –
৮) নিজের তাঁতে বয়নে নিযুক্ত না থাকলে,
ক) কার তাঁতে বর্তমানে কাজ করা হয় এবং তার নাম ও ঠিকানা –
খ) বর্তমানে গড় মাসিক আয় –
৯) সচিত্র পরিচয় পত্রের নম্বর (উইভার্স ক্রেডিট কার্ড / উইভার্স আইডেন্টিটি কার্ড) –
১০) আধার কার্ড নম্বর –
১১) ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নম্বর ও ব্যাঙ্কের নাম –

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

৯৮৩(২)/জেতসদ/ ২৪ পর: (দ:)/২৫.০৮.১৫

আবাস দিবসে শপথ করি, সকলের জন্য গৃহ গড়ি।

ইंदिरा आवास योजना
INDIRA AWAS YOJYNA

দক্ষিণ ২৪
আবাস দিবস
২৭.০৭.২০১৫

IAY 2015-16
South 24 Parganas

গৃহহীন গৃহ পায়, ইন্দিরা আবাস যোজনায়।

ইंदिरा आवास योजना
INDIRA AWAS YOJYNA

দক্ষিণ ২৪
আবাস দিবস

IAY 2015-16
South 24 Parganas

এসো সকলের জন্য আবাস বানাই,
উন্নয়নের যজ্ঞে সামিল হই।
শৌচাগার সহ করতে বাস,
সহায়তা দিচ্ছে ইন্দিরা আবাস।
সকলের জন্য গৃহ ও শৌচাগার,
এই আমাদের অঙ্গীকার।

সমস্ত প্রথম কিস্তি প্রদান ২৭শে জুলাই'১৫, দ্বিতীয় কিস্তি ১৫ই সেপ্টেম্বর'১৫ এবং তৃতীয় কিস্তি প্রদান ১৫ই নভেম্বর'১৫–এর মধ্যে করা হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২৭.০৭.২০১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ও ডায়মন্ড হারবার লোকসভার সাংসদ
শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনুপ্রেরণায়
এবং ফলতার বিধায়ক শ্রী তমোনাশ ঘোষ ও
দঃ ২৪ পরঃ জেলাপরিষদ কর্মাধ্যক্ষ শ্রী ভক্তরাম মন্ডলের উদ্যোগে
পশ্চিমবঙ্গের সর্ব প্রথম ব্লক হিসাবে FTO-পদ্ধতির মাধ্যমে ইন্দিরা আবাস
প্রকল্পের উপভোক্তার এ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদানের অনন্য কৃতিত্বের
জন্য ফলতার সকল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান,সদস্য-সদস্যা,কর্মীবৃন্দ,
ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মাধ্যক্ষগণ
ফলতা ব্লকের কর্মীবৃন্দ এবং আর.পি-দের ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির
পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

শ্রী দেবাশিস দত্ত চৌধুরী
নির্বাহী অধিকারিক
ফলতা পঞ্চায়েত সমিতি

শ্রীমতী মধু নস্কর
সভাপতি
ফলতা পঞ্চায়েত সমিতি

ইंदिरा आवास योजना
INDIRA AWAS YOJYNA

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ২৯ আগস্ট – ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

লড়াই লড়াই খেলা

লাল পতাকা নিয়ে কলকাতার রাস্তায় বুভুক্ষু মানুষের দল চেঁচাচ্ছে, ভাঙচুর করছে, পুলিশকে মারছে, লাঠি খাচ্ছে, লুটিয়ে পড়ছে। এটাই হল রাজ্যের বাম নেতাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই। এভাবেই ষাট–সত্তর দশকের ছাত্র–যুব–কৃষক–শ্রমিক পথে নেমেছে, প্রাণ দিয়েছে, কংগ্রেস নামে অত্যাচারি শাসককে উৎখাত করেছে, বাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ৩৪ বছর পর দেখেছে সবই ফক্কা। সবই লড়াই লড়াই খেলা। কোথায় বিপ্লব! কোথায় সমাজতন্ত্র! অথচ এই অলীক খেলা দেখিয়ে যারা কামাবার তারা কামিয়ে সরে পড়েছে।

চার বছর পর ফের খোলস ছেড়ে বেরিয়েছেন বাম নেতারা। তাদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রগতিশীল বিচার বিবেচনা দিয়ে বুঝেছেন এতদিনে মানুষ সব ভুলে গিয়েছে। সাঁইবাড়ি ভুলে গিয়েছে। মরিচঝাঁপি ভুলে গিয়েছে, আনন্দমার্গী হত্যা ভুলে গিয়েছে, ২১শে জুলাই ভুলে গিয়েছে, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম, কেশপুর সব স্মৃতি থেকে বেমালুম উধাও। চল ফের লড়াই লড়াই খেলা শুরু করি। গত চার বছরে ১০০ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। নিজেদের আমলে কত? পেট্রোল–ডিজেলের দাম এত বেড়েছে চাষ করা যাচ্ছে না। সারের দাম এত চড়েছে যে চাষবাস নাজেহাল। অর্থাৎ বাম আমলের রাম রাজত্বে কত সুখ ছিল, এখন ছিনিয়ে নিয়েছে মমতার সরকার। তাই পথে নামো বন্ধু। ফের আমাদের মসনদে যাবার পথ তৈরি করে দাও। কিন্তু একটা কথা বাম নেতারা ভুলে গিয়েছেন। ষাট–সত্তর দশকে তারা ছিলেন 'আনটেস্টেড' নায়ক। এখন কিন্তু খলনায়ক। কিন্তু আকাঙ্খা তো মরে যায় নি। তাই কৃষকের নামে লড়াই লড়াই খেলা শুরু হয়েছে। রাজ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি যারা করলেন তারা সরে পড়লেন। আর দোষ হল কৃষকের। তারা নাকি মুখ্যমন্ত্রীর দেখা না পেয়ে এমন আচরণ করছেন। অর্থাৎ সব দোষ হয়ে গেল কৃষকদের, যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা জানিয়েছেন কৃষকের নামে ভাড়াটে ক্যাডারের তান্ডব চলেছে কলকাতা–হাওড়ার পথে। যেভাবে ইটবৃষ্টি হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার এ খেলার পরিকল্পনা হয়েছে আগেই। যাদের মাথা থেকে এই খেলা বেরিয়েছে তারাই পরে চ্যানেলে চ্যানেলে ক্যামেরায় নিজেদের কৃষক দরদী বলে মুখ পুড়িয়েছেন।

বাম নেতাদের ভাবা উচিত লোক দেখানো এই লড়াই মানুষের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। এভাবে অশান্তি করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার দিন শেষ। নতুন করে ভাবতে হবে বন্ধু। পথ এত সহজ নয়। আলিমুদ্দিনের ঠান্ডা ঘরে বসে সর্বহারার একনায়কত্বের কথা ভাবা খুবই সহজ। কিন্তু পথে নেমে সরকারি প্রশাসনের মোকাবিলা করা চর্বিযুক্ত বাম নেতাদের পক্ষে এখন একেবারেই সম্ভব নয়। কিছু ছাত্র নেতা হয়তো বয়সের কারণে মাঠে–ঘাটে বেশ প্রাণবন্ত। কিন্তু বর্ষীয়ান বা বৃদ্ধপ্রায় নেতাদের বক্তারি ছাড়া আন্দোলনের মোক্তারি করা অত্যন্ত কঠিন। সেটা বোধহয় মাথায় ইট পড়ার পর ভালো বুঝেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। নিজে কোনও দিন মন্ত্রিত্ব না নিলেও মহাকরণে অনেক কিছুই একদা হয়েছে তাঁর অঙ্গুলি হেলনে। তাই পাল্টে যাওয়া চিত্রে নবান্নের উলট পূরাণ সব থেকে বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে বোধহয় তাঁরই জন্য।

অমৃত কথা

যেমন ঘরের ভেতর একটু আলো ছাদের ফাঁক দিয়ে আসছে, যে ভেতরে আছে তার আলোর জ্ঞান সেইটুকু। যার ঘরে অনেক ছেঁদা সেই বেশি আলো দেখতে পায়, আবার দরজা জানালা খুললে আরও আলো হয়, কিন্তু যে মাঠে আছে, তার কাছে আলোয় আলো। ভগবান সেই রকম লোকের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। যে যতটুকু সেই বিরাট পুরুষের কাছে যায়, সেই ততই তাঁর নতুন নতুন ভাব

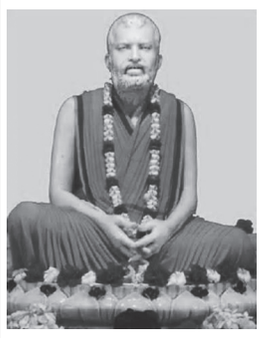

সব দেখতে পেয়ে ক্রমে পূর্ণজ্ঞানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন, আর বলেছিলেন, 'হে রাম তুমিই সেই অখন্ড সচ্চিদানন্দ! তুমি আমাদের কাছে মানুষ রূপে অবতীর্ণ হয়েছো, বস্তুত তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে তোমাকে মানুষের মতো দেখাচ্ছে। ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের পরম ভক্ত, তাঁদের ভক্তি–পাকা ভক্তি।

ধর্মাচরণ কেউ জোর করে করতে পারে না। ধর্মপিপাসা উপস্থিত হলেই জীব আপনা হতে ব্যাকুল হয়ে ধর্মান্বেষণ করে ও তদাচারণে প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম সাধন কর্তব্য এ কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না।

ধ্যান করতে করতে কুকুর, বিড়াল, বানর, বেশ্যা, লোটো, জুয়াচোর, রাক্ষস, পিশাচ ও দানবের মূর্তি সামনে উপস্থিত হলে তিনি বলতেন, 'ভয় কোরো না, ধ্যানে বিরত হইও না, বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্তি দেখছো মনে কর। কিন্তু মনের মধ্যে যদি কোনো বাসনা উপস্থিত হয়, জানবে তোমার ধ্যানে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে। তখন ধ্যান ভঙ্গ করে কাতরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, 'ভগবান আমার এ বাসনা পূর্ণ করো না।'

বহু বছরের অন্ধকার পূর্ণ ঘরে যেমন একটা প্রদীপের আলোয় আলোকিতকরে, ঈশ্বরের কৃপায় সেইরকম আমাদের জীবনের সমস্ত পাপ এক মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। যার মনের মধ্যে বিষয়–বাসনা প্রভুত্ব করছে, যার আমড়ার অম্বল খাবার (কাম–কাঞ্চনের) এখনও সাধ রয়েছে, সেই ব্যক্তি জীবনের পরিবর্তনের চেষ্টা না করে এক মনে প্রতিদিন উপাসনা করে। কিন্তু প্রকৃত মুমুক্ষু ব্যক্তি বলেন, 'ঈশ্বরের কৃপায় আমি এই মুহূর্তে পবিত্র হবো।'

অমৃতকুণ্ডে যে কোনো প্রকারেই হোক একবার পড়তে পারলেই অমর হওয়া যায়। কেউ যদি স্তব–স্তুতি করে পড়ে–সেও অমর হয়, আর যদি কাউকেও জোর করে বা কোনো প্রকারে ফেলে দেওয়া যায়–সেও অমর হয়। তেমনি ভগবানের নাম যে কোনো প্রকারে হোক করলেই তার ফল হবেই হবে।

ফেসবুক বার্তা

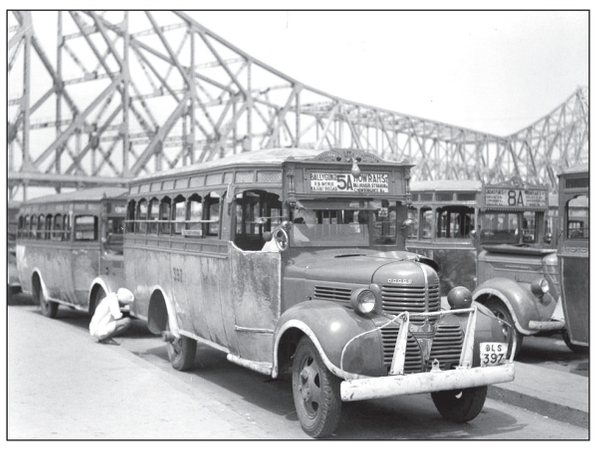

এখনকার কলকাতা শহর কিংবা হাওড়ায় চোখে পড়ে ঝাঁ চকচকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জাম্বো আকৃতির রং – বেরংয়ের বাস। অথচ ফেসবুকের স্মরণিকায় ধরা পড়েছে যে চিত্রটি তাতে ব্রিটিশ আমলের পুরনো ঘরানার যাত্রীবাহক যান উপস্থাপিত হয়েছে।

লুঠের রাজ্যে বেওনেটের চেয়ার!

বিকল্পিত রাজারহাট পর্ব ৪

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

সরকার যদি হয় লুঠেরা, প্রজা হয় সর্বশান্ত দিশেহারা, গণতন্ত্রের প্রহেলিকায় শাসকের আস্তিনে লুকিয়ে থাকে অর্থলোলুপতা–শোষণ ভ্রষ্টাচারের তাস। আগমার্কা মার্কসীয় পরিভাষায় শ্রেণি শোষণের যন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের সওদাগরী মার্কসবাদী দলটি এই খেলায় সিদ্ধহস্ত। কাঁধে ব্যাগ পায়জামা–পাঞ্জাবী পরিহিত বাবু মার্কসবাদী সংস্কৃতির যাদুতে প্রলেতারিয়েদের ভুলিয়ে লুঠ করেছে রাজারহাট ভাঙড়। নামকরণ করেছে 'নিউ টাউনশিপ'। গত সংখ্যায় সরকারি লুঠেরাদের জমি দখলের কেরামতিতে বিস্তারিত ঘরছাড়াদের জমি–কাহিনী যথাযথ তথ্যের দ্বারা তুলে ধরেছি। এবারের দৃষ্টিপাত জমির ব্যবহারিকতা, উপযোগিতা নিয়ে সরকারের মিথ্যা প্রচার, ইংরাজি ভাষায় Black Propaganda.

রাজারহাট নিউ টাউনশিপ প্রকল্পর বৈধতাকে প্রমাণের জন্য নব্বই–এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে উঠে পড়ে লাগে। বিশেষ করে রাজ্যের বিরোধী দল পরিবেশ সংগঠন ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে পরিবেশ ধ্বংস উচ্ছেদের মতো অনৈতিক কার্যকলাপের বৈধতা প্রমাণ করতে না পারলে জমির দালালির মোটা টাকা আসতে পারবে না। ১৯৯৯–এর আদম–সুমারি অনুযায়ী এই ৩০৭৫ হেক্টর বিপুল এলাকাকে শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকা বলে উল্লেখ করা হয়। এই সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয় যে ৮৭ শতাংশ জমি ও সেচ এলাকাভুক্ত। অথচ রাজারহাটে যে বিশাল এলাকা জলাভূমি সে বিষয়ে কোনও উল্লেখ করা হয় নি। ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দফতর বিজ্ঞানী পরিবেশবিদ অধ্যাপকদের সমন্বয়ে যে পরিবেশ রিপোর্ট যে প্রকাশ করেছিল সেই রিপোর্টে সরকারের মিথ্যাচার স্পষ্ট হয়ে যায়। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, রাজারহাট উপনগরী জলাভূমি বুজিয়ে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত দিকটা নতুন করে পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। রাজারহাটে স্যাটেলাইট টাউনশিপ করিয়াডাঙায় চর্মনগরী নির্মাণ কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই

বামফ্রন্টের যুক্তি ছিল এখানকার জমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

কলকাতায় একটি বেসরকারি সংগঠন নিউ টাউনশিপের ফলে পরিবেশের ওপর প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা চালায়। ২০০০ সালে তাদের রিপোর্টে উঠে এসেছে সরকারের প্রদত্ত বক্তব্যের বিরোধিতা উত্তর চব্বিশ পরগনার এই অঞ্চলটি এতটাই উর্বর ছিল যে বছরে দুবার আমন ও বোরো ধান একর প্রতি জমিতে ৭২৯ কেজি এবং ৪৪১ কেজি উৎপাদন হতো। ৫,১৮৯ একর জমিতে ৩.৮ মিলিয়ন কেজি বোরো, ৫৩৬৮ একর জমিতে ২.৪ মিলিয়ন আমন ধান চাষিরা ঘরে তুলত। জমি চলে যাওয়া চাষিদের বক্তব্য পাথরঘাটা বালিগুরি, চকপাঁচুড়িয়া অঞ্চলে বিঘা প্রতি ৩০ মন ধান ফলত। এই দুই প্রজাতির ধানের পাশাপাশি আউস ধানের বীজ বুনে চাষিরা লাভবান হতো। রবি শষ্যের পুলির গন্ধে এই সব পল্লির মেঠো রাস্তা দিয়ে গেলে জিভে জল চলে আসত। ফুল চাষে পশ্চিম মেদিনীপুর শুধু নয়, রাজারহাট–ভাঙরে উঁচু জমিতে রজনীগন্ধা চাষ শিয়ালদহ–জগন্নাথ ঘাট ফুলের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিয়ে থাকত। এখন মেঠো পথ আর নেই। রজনীগন্ধার গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসে না।

পিচের রাস্তার দুধারে বহুতল আবাসনের সারি অথবা বহুজাতিক সংস্থার বাণিজ্যিক যোগাযোগ কেন্দ্র। ২০ বছর আগের সেই সবুজ বাংলাকে বিশ্বায়নের পুঁজির আক্তিকরণের লোভ শেষ করে দিয়েছে। রাতের সেই দিনের গ্রামের রাস্তায় আলোর ঝলকানিতে এখন অন্ধকারের ভয় হয়ত নেই। কিন্তু রাত আটটার পর সব শুনশান। ভেপার ল্যাম্পের আলোয় প্রাণচঞ্চলহীন জীবনের অন্ধকার দূর করা যায় না। বহুতলের বিলাসিতায় বন্দি জীবন কাটায় উত্তর পুঁজিবাদের ধারক বিপুল মাহিনার প্যাকেজের অধিকারীরা। আধুনিক সমাজ সভ্যতায় এরাই তো বিশিষ্টজন! প্রান্তজ অন্তজরা চুলোয় যাক, এদের জন্য বিশ্বায়ন গোলাকায়ন, যুগ যুগ জিও। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট পূর্ব কলকাতার এই জলাজমির ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখে যে ১ হেক্টর প্রতি ফার্ম থেকে ৫৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ফসল বিক্রি করে আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষিজ ফসলের সঙ্গে মাছের যোগান রাজারহাটের জলাভূমি বাঙালির মাছ ভাতের রসনা তৃপ্ত করেছিল। ২৫টি মৌজার প্রায় ১০০ একর জলাভূমিতে মাছের ভেড়ি ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন মৎস্য দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর মধুমিতা মুখোপাধ্যায় রাজাহাটের জলাভূমি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, ''কলকাতার পূর্বপ্রান্তে রাজারহাট, রাজারহাটের বিশিষ্টতা এর ভূপ্রকৃতিতে, বৈচিত্র্যের জলাভূমির রকমফের। বিভিন্ন ধরনের জলাভূমি পরিত্যক্ত নদীগর্ভ, কর্দমাক্ত অঞ্চল, লবণাক্ত জলাভূমি, ময়লা জলের নীচু জমি, ডোবা, পুকুর, নয়নাজুলি, ঝিল, বিল, বিলান, ক্যানেল, বাইপাস ক্যানেল, সব কিছুই রয়েছে রাজারহাটে। উপগ্রহ থেকে দেখা যাচ্ছে ২২০৩০ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮০২৫ পূর্ব অক্ষরেখা ৮৮০৩০ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার প্রায় ৮০% জলাভূমি। যার মধ্যে রয়েছে রাজারহাট অঞ্চল। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের জলায় জলের গড় গভীরতা ২–৬ ফুট এবং এগুলো মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্য ও ভেষজ উদ্ভিদে ভর্তি। বিলগুলোতে রয়েছে নানান ধরনের বিরল প্রজাতির মাছ ও প্রাণী। রাজারহাট অঞ্চলে প্রাপ্ত শুধুমাত্র মাছের সংখ্যা ৫০এর বেশি। এই রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময় আরে বর্তমান সময়ের বিরাট ফারাক। পূর্ব কলকাতার এই বিস্তীর্ণ জলাভূমি বুজিয়ে হয়েছে শহর। আর জলাভূমির জল শুকিয়ে গিয়েছে।

১৯৯৯ সালের ২১ ডিসেম্বর হিডকোর ডাইরেক্টরের পক্ষ থেকে রাজ্য মৎস্য দফতরের কাছে এক চিঠিতে অনুরোধ করা হয় ১৯৮৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিসারিস্ অ্যাক্ট এবং ১৯৯৩ সালের সংশোধিত জলাভূমিতে মৎস্য প্রজনন আইন থেকে ছাড় দিয়ে হিডকোর জলাভূমি ভরাট করার অনুমতি যেন দেওয়া হয়। তৎকালীন মৎস্য মন্ত্রী বিষয়টিকে চেপে গিয়ে হিডকোর নিউ টাউন প্রকল্পের জন্য জলাভূমি ভরাটের অনুমতি দেয়। রাজ্য সরকার ৬২২ হেক্টর জলাভূমিকে নোটিফায়েড এলাকা বলে ঘোষণা করেছিল। এই জলাভূমিতে হিডকো উপনগরী নির্মাণের জন্য ধ্বংস করে। ২০১০ সালে হিডকো তার রিপোর্টে জলাভূমি ভরাটের প্রকৃত তথ্য গোপন করে। বামফ্রন্ট সরকারের আবাসন মন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী ১০৯ হেক্টর ছোট পুকুর ভরাট করা হয়েছে নিউ টাউন প্রকল্পভুক্ত এলাকায়।

হিডকো অবশ্য দাবি করেছিল ২৫ হেক্টর জলাশয় গড়ার কথা। বাস্তবে এই জলাশয়ের সিকি ভাগ নির্মাণ এখনো পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। কৌতুহলের বিষয় হল খড়্গপুর আইআইটির ইঞ্জিনিয়াররা নিউটাউন প্রকল্প এলাকায় মাছের ভেড়ি বা জলাশয়ের সন্ধান পায় নি বলে তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল। প্রশ্ন হল হিডকো নিউ–টাউনশিপের জন্য ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপকদের কোনও কোনও জায়গা পরিদর্শন করিয়াছিল? অথবা জলাভূমির বিষয়টিকে ইচ্ছা করেই চেপে যাওয়া হয়েছে! অথচ এই জলাভূমি সংরক্ষণের পরিবেশ বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় সরকার এমনকি ক্রিয়টো প্রোটোকল কোপেনহেগেন সম্মেলনে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটি ও গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি ছাড়া রাজ্যের কোনও বিরোধী দল এবিষয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় নি।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট সমীক্ষা চালিয়ে এক নিরপেক্ষ রিপোর্ট তৈরি করে। রাজারহাটে উপনগরী গড়ে ওঠার আগে প্রতি হেক্টর বিল ভেড়ি থেকে ১৯.৮২ কুইন্ট্যাল মাছ উৎপাদন হত। এই বিশাল জলাভূমিতে মাছের উৎপাদনে যুক্ত ছিল দারিদ্র্য সীমারেখা নীচে বসবাসকারীরা। রাজারহাট–কৈখালী, নয়াপট্টি মহিষবাথানে কোঅপারেটিভ সোসাইটি নামক সমবায় সংস্থার দ্বারা মাছের ব্যবসা থেকে বিপুল অর্থের লেন–দেন চলত।

এই ভেড়ির দখল নিয়ে সিপিএমের সন্ত্রাস উত্তর চব্বিশ পরগনার বাসিন্দারা ভুলে যায় নি। সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী একের পর এক দখল করে লাল ঝান্ডা পুঁতেছে। মাছের টাকা লুঠ করেছে। আবার স্থানীয় ছেলেদের সর্বস্বান্ত করে ভেড়ি ভরাটের জমি সওদাগরী মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতারা প্রমোটারের দোসর হয়ে রব তুলেছিল, বেচে দে বেচে দে। এই সমবায় সমিতিগুলো সরকারের কাছে একপ্রকার হাতে পায়ে ধরে মিনতি করেছিল, দোহাই খাল–বিল–ভেড়ি ভরাট করে আমাদের পেটে লাথি মারবেন না। কিন্তু 'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী'। বামফ্রন্ট মেহনতি মানুষের সরকার। বামপন্থী ত্রাসের একনায়কত্বে সর্বহারার সর্বনাশ হতেই পারে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চিন্তাভাবনা তাদের করতে হয়। অতএব বেওনেটের শব্দে ওদের খতম করো। বিশ্বায়ন পুঁজিতন্ত্রের বিপ্লব না হলে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না।

সাব্বাস! পশ্চিমবঙ্গ মার্কসবাদী পার্টির নয়া ইন্টারন্যাশনাল তত্ত্ব।

হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে

রসপাষণ্ড

দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনার তিনটি স্তম্ভের একটি হল সংসদ। যেখানে আইন প্রণয়ন হয়। অন্য দুটি হল বিচার ব্যবস্থা এবং সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা। দেশবাসী ভোট দিয়ে সাংসদদের নির্বাচিত করে। তারা সেখানে গিয়ে কী করে? কী যে করে সেটা সারা জুলাই মাস ধরে খবরের কাগজ আর দূরদর্শনের কল্যাণে দেশবাসীর আর জানতে কিছু বাকি নেই।

এক বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি বলে গিয়েছেন পার্লামেন্ট একটি শূয়োরের খোঁয়াড়। না ভারতের পার্লামেন্টকে শূয়োরের খোঁয়াড় বলার ধৃষ্টতা রসপাষণ্ডের নেই। তবে ব্যাপার ট্যাপার দেখে তার মনে হয়েছে কোনও লোক ওটাকে পাগলের আখড়া ভেবে বসলে তাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে আবার বেশি কিছু বলা যাবে না। প্রিভিলেজ মোশনের নামে যে কোনও মুহূর্তেই শাস্তির খাঁড়া নেমে আসতে পারে। কারণ অ্যান্টনির মুখে সেক্সপিয়রের বসানো ভাষায়, ''দে আর অল অনারেবল মেন''।

হিসাব মতে লোকসভা চলাকালীন প্রতি ঘন্টায় খরচ ১.৫ কোটি টাকা। আর রাজ্যসভার খরচ প্রতি ঘন্টায় ১.১ কোটি টাকা। প্রত্যহ লোকসভা চলার কথা ৬ ঘন্টা। সেই হিসাবে দৈনিক খরচ ৯ কোটি টাকা। ওদিকে রাজ্যসভা প্রত্যহ চলবে ৫ ঘন্টা। অর্থাৎ দৈনিক খরচ ৫.৫ কোটি টাকা।

হিসাব করে দেখা গিয়েছে এই বর্ষাকালীন অধিবেশনে সংসদের দুই কক্ষের কাজ না চললে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬০ কোটি টাকা। আর এবারে ঠিক সেটাই ঘটল। শেষের দুটো দিন বাদ দিয়ে সংসদের অধিবেশনের পুরো সময়টাই বরবাদ করে দেওয়া হল। কারা করল? করল ওই মহামান্য সাংসদরাই, যাদেরকে দেশবাসী অনেক আশা নিয়ে ভোট দিয়ে ওখানে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিল। সংসদ কক্ষের মধ্যে হৈ হট্টগোল করে, কাগজপত্র ছিঁড়ে এবং আরও অনেক কিছু

বালকোচিত এবং গুণ্ডাজনোচিত কাজকর্ম করে সদস্যদের একাংশ সংসদের কাজ চলতে দিল না।

মাননীয় সদস্যদের ওই সব মহান কীর্তি কলাপের ফলে ওই আড়াইশ কোটি টাকার ক্ষতিটা কাদের হল? ওই ক্ষতির পুরো ভারটা বহন করল দেশবাসী। সাংসদদের চুলটিও ছেঁড়া গেল না। তাঁরা সবাই দেশবাসীর টাকায় মৌজ মস্তি করে বহাল তবিয়তেই রয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়। আন্দাজ করতেই পারি যে তাঁরা সংসদের রেস্তোরায় প্রায় বিনামূল্যে পাওয়া খাবারগুলো বেশ আয়েশ করেই খেয়েছেন। ''দেশবাসীর রক্ত চোষা খাবারগুলো খাচ্ছেন'' সেটা ভেবে মনের মধ্যে এতটুকু লজ্জা শরম গজায়নি।

সংসদ একটা বিতর্ক করার জায়গা। ওটা গুন্ডামী করার জায়গা নয়। কিন্তু মহামান্য ব্যক্তিদের স্বভাব আর চরিত্র যাবে কোথায়? লোকসভার অধ্যক্ষা সুমিত্র মহাজনের কথায়, ''৪০/৫০ জন সদস্য ৪৪০ জন সদস্যের কথা বলার অধিকার হরণ করে নিয়ে গেল।'' এটাকে ''গণতন্ত্রের হত্যা'' বলা যেতেই পারে। মানুষকে হত্যা করলে তার শাস্তি আছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করলে কে কাকে শাস্তি দেয়?

এই প্রতিবেদনের এখানেই শেষ নয়। বরং বলা যেতে পারে এখানেই শুরু। আসল চমকটা অপেক্ষা করছিল ১১ আগস্টের জন্য। সেইদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল কংগ্রেস সাংসদদের ওই 'মহান' কাজটির আসল অনুপ্রেরণার উৎসটা ছিল কোথায়। উৎসটা হয়ত গোপনই থেকে যেত যদি ওইদিন পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কংগ্রেস সভানেত্রীর দেখা না হত। কিংবা যদি তাদের কথাবার্তার সময় সেখানে কোনও সাংবাদিক উপস্থিত না থাকত।

ছোট্ট একটা ডায়লগ। সংসদের সেন্ট্রাল হলে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস সভানেত্রীকে বাহবা দিলেন – ''ইউ আর ফাইটিং ওয়েল''। (যুদ্ধটা ভালোই করছ।) কংগ্রেস সভানেত্রীর উত্তর হল ''হ্যাভ লারন্ট ফ্রম ইউ''। (তোমার কাছেই শিখেছি।)

ব্যাস! এক মুহূর্তে মহাবিশ্বের গোপন রহস্য আলোকোদ্ভাসিত হয়ে গেল। যুদ্ধ করার জন্য পটুয়াপাড়ার অগ্নিকন্যার প্রসিদ্ধি আছে। যুদ্ধ করে এরাজ্যে টাটাকে গাড়ি তৈরির কারখানা গড়তে দেয়নি। একটা নূতন শিল্পনগরীর উত্থানে আঘাত করার জন্যে পথসভা অবরোধ অনশন – আরো কত কি।

ওদিকে দিল্লিতে বসে একজন ঝানু রাজনীতিবিদ সেই কায়দাটা শিখে নিচ্ছিলেন সেটা কেউ এতদিন জানতে পারেনি। জানা গেল পার্লামেন্টের বর্ষাকালীন অধিবেশনটি শেষ হবার পর। ওই অধিবেশন চলাকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী বাংলার অগ্নিকন্যার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর দলের ২৫ জন সাংসদকে এগিয়ে দিলেন (পড়ুন লেলিয়ে দিলেন) যুদ্ধ করার জন্য। তারা সাফল্যের সঙ্গে সংসদের পুরো বর্ষাকালীন অধিবেশনটা ভন্ডুল করে দিল।

বাঃ। যোগ্য শিক্ষিকার যোগ্য ছাত্রী। আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল, ''হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে, ইন্ডিয়া থিংকস টুমরো''। অগ্নিকন্যার কৃতিত্বের সুবাদে বাংলার মুকুটে আর একটি সোনার পালক। ''হোয়াট হ্যাপেনস অ্যাট সিঙ্গুর টুডে, হ্যাপেনস অ্যাট পার্লামেন্ট টুমরো''।

ফের পথ খুলছে এভারেস্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি : এপ্রিলের ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে যাওয়ার পরে ফের খুলছে এভারেস্ট আরোহণের পথ। নেপাল প্রশাসন সূত্রের খবর, এ বছর ভূমিকম্পের পরে আরোহণের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন বছর তেত্রিশের জাপানি অভিযাত্রী নোবোকাজু কুরিকি। পর্যটক মন্ত্রকের তরফে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী কৃপাসুর শেরপা বললেন, ''বর্ষা পরবর্তী আরোহণ মরসুমে ফের এভারেস্ট অভিযান শুরু করতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত।

এই জাপানি অভিযাত্রীকে সব রকমভাবে সাহায্য করা হবে সরকারের তরফে। তাঁর এই চেষ্টা আরোহী মহলে ইতিবাচক বার্তা বহন করবে।'' এবার যেন সফল অভিযানের হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে পারে নেপাল পর্যটন।

তরুণ বৃহস্পতির খোঁজ পেল নাসা

নিজস্বপ্রতিনিধি: সৌরজগতের বাইরে সব থেকে ছোট গ্রহের খোঁজ পেল নাসা। যে নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এই ছোট বৃহস্পতি তার বয়সও মাত্র ২ কোটি বছর। শত আলোকবর্ষ দূরে থাকা ৫১ এরিদানি নামের এই গ্রহ দেখতে ঠিক যেন ছোট্ট একটা বৃহস্পতি। জেমিনি প্ল্যানেট ইমেজার নামক যন্ত্রের সাহায্যে খোঁজ পাওয়া গিয়েছে এই গ্রহের। মূলত মিথেন গ্যাসের উপাদানে তৈরি এই গ্রহের ভর বৃহস্পতির দ্বিগুণ। তাপমাত্রা ৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক জেমস গ্রাহাম জানান,

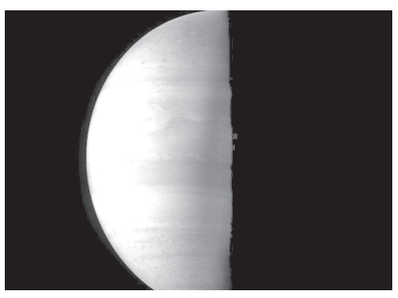

আমরা তুলনামূলকভাবে নতুন গ্রহ খুঁজছিলাম যাতে উপাদান নিয়ে গবেষণা করতে সুবিধা হয়।

উত্তমকুমার যখন পরিচালক

ড. শঙ্কর ঘোষ

হে মহানায়ক ...

প্রত্যেক শিল্পীর মনের মধ্যে এক সুপ্ত বাসনা থাকে যে তিনি স্বাধীন ভাবে ছবি পরিচালনা করবেন, যেখানে তিনি তাঁর অভিনয় প্রতিভাকেও মনের মতো করে তুলতে পারবেন। সেই বাসনা মহানায়ক উত্তমকুমারের মধ্যেও ছিল বৈ কি! তাঁর চোখের সামনেই রয়েছেন প্রমথেশ বড়ুয়া, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, অমর মল্লিক যাঁরা অভিনয়ের পাশাপাশি যশস্বী পরিচালকও বটে। কিন্তু বাস্তবে এটি রূপ পেতে সময় লেগেছিল। তবে এক্ষেত্রে তাঁকে সবচেয়ে সহযোগিতা করেছেন পরিচালক বন্ধু সলিল দত্ত। সলিল বাবু যখন অগ্রদূত গোষ্ঠীর সহকারী তখন থেকেই উত্তমকুমারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। পরে সলিল দত্ত যখন স্বনামে পরিচালক হিসাবে অবতীর্ণ হলেন তখন প্রথম দুটি ছবিতেই উত্তমকুমার নায়ক। প্রথমটি 'সূর্যশিখা' (১৯৬৩), অপরটি 'মোমের আলো' (১৯৬৪)। তৃতীয় ছবিটি করতে শুরু করলেন গৌরীশঙ্কর মজুমদারের কাহিনি নিয়ে। ছবির নাম 'শুধু একটি বছর'। তখন সলিলবাবু উত্তমকুমারকেই নির্দেশক হবার আবেদন রাখলেন। প্রথম দিকে বন্ধু গোষ্ঠী এই নামে শ্যুটিং হল কিছুদিন। পরে অবশ্য বন্ধু খোলস খুলে পড়ল, পরিচালন হিসাবে উঠে এলো উত্তমকুমারের নাম। 'শুধু একটি বছর' মজাদার ছবি। বিরুদ্ধপন্থী নায়ক নায়িকাকে একবছরের জন্য স্বামী স্ত্রী সেজে দম্পতি হয়ে থাকতে হবে। নতুবা বিরাট সম্পত্তি থেকে দুজনেই বঞ্চিত হবেন, উড়নচণ্ডী নায়িকা এই বিয়ে বিয়ে খেলায় নেমে কি ভাবে সত্যিকারের নায়কের প্রেমে মুগ্ধ হলেন সেই নিয়ে ছবি 'শুধু একটি বছর'। চিত্রনাট্য লিখলেন উত্তমকুমার নিজে। গানগুলি লিখলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। গান গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শিপ্রা বসু। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করলেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, তরুণ কুমার, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, সর্বেন্দ্র প্রমুখ। ছবিটি মুক্তি পেল ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল রূপবাণী, অরুণা, ভারতীতে। ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছিল ছবিটি।

পরিচালক হিসাবে ছবির বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন না উত্তমকুমার। তিনি 'শিল্পী সংসদ'এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। আজীবন সেই পদে ছিলেন। সেই শিল্পী সংসদ–এর হয়ে দ্বিতীয়বার ছবি পরিচালনা করতে এগিয়ে এলেন উত্তমকুমার। ছবির নাম 'বনপলাশীর পদাবলী'। কাহিনীকার রমাপদ চৌধুরী, চিত্রনাট্য লিখলেন উত্তমকুমার নিজে। পাঁচজন সুরকার (নচিকেতা ঘোষ, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও অধীর বাগচী)। অভিনয়ে বিরাট শিল্পী দল। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, বাসবী নন্দী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, নির্মল কুমার, বিকাশ রায়, মলিনা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, সুব্রতা, জয়শ্রী, কেতকী, জহর রায় প্রমুখ। এ ছবিতে অভিনয়ের সুবাদে কোন শিল্পী পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি। অতবড় উপন্যাসকে ছবিতে তুলে ধরা এক দুরূহ বিষয়। কিন্তু উত্তমকুমার পেরেছিলেন। ছবিটি মুক্তি পেল ১৯৭৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি রূপবাণী, অরুণা, ভারতীতে। সুপার হিট ছবি 'বনপলাশীর পদাবলী'।

উত্তমকুমার পরিচালিত তৃতীয় ও শেষ ছবি 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির কাজ শুরু করেছিলেন উত্তমকুমারের স্নেহধন্য পীযূষ বসু। কিন্তু পীযূষ বসুর আকস্মিক প্রয়াণে হাল ধরলেন উত্তমকুমার। স্বপন চক্রবর্তীর কথায় রাহুল দেব বর্মণের সুরে এ ছবিতে গান গাইলেন লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, কিশোরকুমার, পরভীন সুলতানা। এ ছবির শিল্পী তালিকা বিরাট। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, শর্মিলা ঠাকুর, মিঠুন চক্রবর্তী, সোমা চ্যাটার্জী, সন্তু মুখার্জি, শমিত ভঞ্জ, অসিতবরণ, লিলি চক্রবর্তী, শম্ভু ভট্টাচার্য প্রমুখ। উত্তমকুমার শ্যুটিং সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন। পোস্ট প্রোডাকশনের আগেই তিনি পরলোকগমন করেন। (১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই)। ছবিটি মুক্তি পেল তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৮১ সালের ৭ই আগস্ট মিনার, বিজলী, ছবিঘরে। সুপার ডুপার হিট ছবি 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায় উত্তমবাবুর সঙ্গে এক সঙ্গে সেট ভাগ করে অভিনয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল। যাতে এই প্রতিবেদক তথা সেসময়ের শিশু অভিনেতা মাস্টার শঙ্কর হিসেবে অভিনয় করে। যা আজও স্মৃতির মণিকোঠায় অমলিন।

উত্তমকুমারের জন্মদিন ৩রা সেপ্টেম্বর। জন্মদিনে মহানায়ককে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রণাম।

বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার রাতে কাঁকড়া ধরার সময় হঠাৎই বাঘ আক্রমণ করলে নিখোঁজ হয় শৈলেন মাঝি নামে একজন মৎস্যজীবী। ঘটনাটি ঘটে ক্যানিং মহকুমার বিদ্যানদীর নেতি ধোপানী জঙ্গল এলাকায়। স্থানীয় ও মৎস্যজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে ঝড়খালি চার নম্বর গ্রামের বাসিন্দা শৈলেন সহ আরও ২ জন মৎস্যজীবী একটি নৌকা করে গত ২৪ আগস্ট সুন্দরবনের নদীতে কাঁকড়া ধরতে বের হয়। জঙ্গল থেকে একটি বাঘ হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়ে শৈলেনের উপর। এক ঝটকায় বাঘটি শৈলেনকে পিঠে তুলে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায়। বাকি মৎস্যজীবীরা প্রথমে হতবাক হলেও পরে লাঠি–সোটা নিয়ে উদ্ধারের চেষ্টাকরলেও সফল হয়নি। শৈলেনের বাবা বৃদ্ধ মণি মাঝি বলেন, আমার এই ছেলের রোজগারে কোনওমতে সংসার চলে। জানি না ছেলে কোনওদিন ঘরে ফিরবে কিনা? কীভাবে যে সংসার চালবে। সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত সরকার এ বিষয়ে বিভাগীয় দফতরে জানানো হয়েছে। শৈলেনের পরিবার যাতে আর্থিক সাহায্য পায় সে বিষয়ে আলোচনা চলছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর কিশোর মানকার জানান, খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মী উদ্ধারের কাজে লেগেছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মা প্রয়াত রাধারাণী দের নামে বারুইপুর সাব রেজিস্টারে রেজিস্ট্রিকৃত তিনখানি দলিল (1940–I–54–161–163–4662 / 1940–I–63–33–34–5068 / 1941–I–25–89–90–1626) খোয়া গিয়েছে। উদ্ধারের জন্য নিউ ব্যারাকপুর থানায় ১৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ৯০১ নম্বরে একটি ডায়রি করা হইয়াছে। ওই দলিলগুলি যদি কেহ পাইয়া থাকেন তাহলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে।

অশ্বিনী দত্ত রোড, নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পকগনা

মৃণালকান্তি দে
নির্মলকান্তি দে
কমলকান্তি দে

আতঙ্কের ৮ দিন কেটে গেলেও
ভয়াবহ ডাকাতির কিনারায় ব্যর্থ সোনারপুর থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর বেশ চুপচাপ ছিলো। নতুন আইসি অনিল রায়ের নেতৃত্বে এলাকায় চোলাই, সাট্টা, জুয়া সব কিছুই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু ফের শুরু হলো দুষ্কৃতীদের লুঠ। গত ২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার ভোর বেলা ভয়াবহ ডাকাতি ঘটে গেল সোনারপুর থানার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন তেঁতুল বেড়িয়ায়। আট দিন হয়ে গেল সোনারপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে এখনও দুষ্কৃতীদের ধরতে পারলো না। এর আগেও এক দুষ্কৃতী দলকে ধরতে পারেনি সোনারপুর থানার পুলিশ। সোনারপুর থানা চালাবার মতো দক্ষ অফিসার নেই বলেই এলাকার মানুষের অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর এই দুষ্কৃতী দলটিকে ধরবার জন্য জেলা পুলিশের স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপকে কাজে লাগানো হয়েছে। অথচ অতীতে সোনারপুর যে সমস্ত ওসি, আইসিরা কাজ করে গিয়েছেন ক্রিমিনালদের ধরতে তাদের এত দিন সময় লাগতো না বলে এলাকার মানুষের অভিমত। কলকাতা লাগোয়া সোনারপুরে বহু ক্রিমিনালদের ঠেক ছিল। বহু বছর আগে কলকাতার যাদবপুর,বাঘাযতীন, বালিগঞ্জ, গোলপার্ক, রিজেন্ট এস্টেট এর মতো জায়গায় অতি সহজেই ডাকাতি করে চলে আসতো সোনারপুর।

এরা থাকতো ভাড়া করা টালির বাড়িতে। তখন সোনারপুর থানার দক্ষ ওসি ছিলেন বাসুদেব দাস। তিনি ক্রিমিনালদের অতি সহজেই ধরে ফেলতে পারতেন। এরপর আসেন প্রতীক দত্ত। অনেক ক্রিমিনালদের ধরে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। পরবর্তী সময়ে নন্দীগ্রাম থেকে আইসি হয়ে আসেন প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময়টা খুব বেশি করে ক্রাইমের ঘটনা ঘটতো সোনারপুরে। তা সত্ত্বেও রেনিয়ায় জ্ঞানসাগর শর্মার বাড়িতে বন্দুকের কারখানার হদিশ পাওয়া, ইন্টারন্যাশনাল নারী পাচারকারী চক্র, বস্তা বন্দি আগরওয়াল খুনের ঘটনায় আসামীকে দুদিনের মধ্যে গ্রেফতার করেছিলেন তিনি। নতুন হাটের এক মুসলিমের খুনিকে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করেও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

এছাড়া বহু মিসিং, চুরি, ডাকাতি, এইসব ক্রিমিনালদের ধরতে সময় লাগত মাত্র ৭২ ঘন্টা থেকে চারদিন। প্রসেনজিৎবাবুর সময় সোনারপুর থানায় জাদরেল পুলিশ অফিসারদের নিয়ে একটি ক্রাইম ধরার টিম তৈরি করা হয়। তখন এলাকার মানুষের কাছে খুবই প্রশংসিত হয়েছিলো সোনারপুর থানা। কিন্তু আজ সেই থানা চরম ব্যর্থ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সব চেয়ে বড় এলাকা সোনারপুর থানার। পুলিশের উঁচু তলায় বহুবার আবেদন জানানো হয়েছে সোনারপুর থানাকে ভাগ করে দুটি থানা করার জন্য। কিন্তু বিগত ও বর্তমান কোনও সরকারেরই ভ্রূক্ষেপ নেই এ ব্যাপারে।

পাথরপ্রতিমায় ব্যবসায়ী খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার সকালে পাথরপ্রতিমার সীতারামপুরে এক ভুটভুটি ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। ব্যবসায়ী শম্ভুনাথ গিরিকে (৫০) ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে বলে গোবর্ধনপুর উপকূল থানার পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। স্থানীয় সীতারামপুরের বাসিন্দা নিহত শম্ভুনাথের ভাই শঙ্কর গিরি খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। খুনের ঘটনায় লেগেছে রাজনীতির রঙ। নিহত শম্ভুনাথকে দলীয় কর্মী বলে দাবি করেছেন পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা। তাঁর অভিযোগ বিরোধী সিপিএম পরিকল্পিতভাবে শম্ভুনাথকে খুন করেছে। বিধায়কের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন পাথরপ্রতিমা সমিতির বিরোধী দলনেতা তথা সিপিএম নেতা সত্য দাস। তবে ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বের জেরে শম্ভুনাথ খুন হয়েছেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শম্ভুনাথ একটি ভুটভুটির মালিক। পাথরপ্রতিমা বাজার থেকে ব্যবসায়ীদের পণ্য বহন করাহয় ভুটভুটিতে।

প্রতিদিনের মতো বুধবার সন্ধ্যেয় ভুটভুটি নিয়ে বেরিয়েছিলেন শম্ভুনাথ। রাতে আর বাড়ি ফেরেন নি তিনি। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুজি করেন। কোনও সন্ধান পায়নি। এদিন সকালে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে জমিতে পড়েছিল দেহটি। প্রতিবেশীরা দেহটি দেখতে পান। দেহ উদ্ধারের পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার তৃণমূল কর্মী–সমর্থকরা অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানান। পুলিশ দেহ তুলতে গেলে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে। জেলার এক পুলিশ কর্তা বলেন, 'দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জড়িতদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। দ্রুত দোষীরা গ্রেফতার হবে।' পাথরপ্রতিমাকান্ডে অবশেষে ৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। জানা গিয়েছে এরা সকলেই নিহতের আত্মীয়। এবং এরা সকলেই ভুটভুটি ব্যবসায়ী। এদের মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কৃষকদের পরিষেবা দিচ্ছে সরকার : বেচারাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ আগস্ট বিষ্ণুপুরের সূর্যালয়ে আগামী রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কিষান ক্ষেত মজুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি একটি সভার আয়োজন করেছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা কৃষিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল সহ জেলার ২৯টা ব্লকের সংগঠনের সভাপতি ও কর্মীবৃন্দ। বেচারাম মান্না বলেন, রাজ্যের ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী। বাম আমলে তাদের কোনও উন্নয়ন হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এখন কৃষকদের নানা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। বোরো চাষে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। আমন ধানের ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিষান মান্ডি করা হয়েছে। কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কৃষকদের লোন ও শস্য বিমার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষি পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুরে তাপসী মালিক মঞ্চে রাজ্য সম্মেলন হবে। সারা রাজ্য থেকে ১৪০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন ওই সম্মেলনে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। প্রস্তুতি সভা পরিচালনা করেন জেলার কিষান ক্ষেত মজুর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ তরুণ রায়।

নোদাখালী থানা সমন্বয়ের বর্ণোজ্জ্বল পুরস্কার বিতরণী সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানা সমন্বয় কমিটি গত ২১ আগস্ট সঞ্চিতা কলা ভবনে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। বর্ণোজ্জ্বল অনুষ্ঠানে বিগত উৎসব মরশুমের শারদ, দীপাবলী, জগদ্ধাত্রী এবং মহরম সামান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের লোক প্রসার পরগনা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের লোক প্রসার কল্পের শিল্পীরা।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন ডিএসপি (ডি অ্যান্ড টি) চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নোদাখালী থানার আইসি তথা সমন্বয় কমিটির কনভেনর শান্তি নাথ পাঁজা। তিনি বলেন, গত বছর সকলের সহযোগিতায় নোদাখালী থানা এলাকায় সম্প্রীতি বজায় ছিল। এবারও উৎসবের সময় বিভিন্ন সম্মান প্রদান করা হবে। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়,বিধায়ক অশোক দেব, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, জেলা পরিষদের সদস্যা রীতা মিত্র প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন যথাক্রমে গীতাঞ্জলি সরকার ও শ্রেয়া ভদ্র। অনুষ্ঠান সঞ্চালনাকরেন কুনাল মালিক।

উন্নয়নই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য : স্বপন রায়

কুণাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় দল, প্রশাসন ও জনগণের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ১১টি অঞ্চলে উন্নয়নের রূপরেখার বাস্তবায়ন করে চলেছেন। ৬০–এর দশক থেকে স্বপনবাবু কংগ্রেসী ঘরানার রাজনীতি করেন। বিদ্যানগর কলেজে ১৯৬৭ সালে ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন বিদ্যানগর কলেজের। পরবর্তী সময়ে যুব আধিকারিক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মজীবন শুরু করেন। পাশাপাশি চলতে থাকে রাজনীতি। পরবর্তী সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। পরপর দুটো টার্মে তিনি বজবজ–২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন। দক্ষ প্রশাসক, রাজনীতিবিদ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দক্ষ সংগঠক হিসাবে ইতিমধ্যেই তিনি সমাদৃত। সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্র সংগঠনের মাধ্যমে নানান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সঞ্চিতা মেলা তাঁরই হাতে তৈরি। যা জেলার অন্যতম মেলা হিসাবে স্বীকৃত।

স্বপন রায় জানালেন, বজবজ–২ নং ব্লকে এখন প্রতিদিনই নতুন নতুন উন্নয়নের প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। ১০০ দিনের কাজ, ইন্দিরা আবাস যোজনা, রাস্তাঘাট, স্যানিটেশনে জোর দেওয়া হয়েছে। পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে প্রচুর টিউবওয়েল অনুমোদন করা হয়েছে। আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের পর্যাপ্ত সরবরাহের জন্য নতুন রিজার্ভার করার চেষ্টা হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে বিডিও, বিএসওএইচ, সিডিপিও, থানার আইসি, জেলার স্বাস্থ্য দফতরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করছি। প্রতিবাদী চিহ্নিত করণের জন্য দুটি শিবির করা হয়েছে। ব্লকের ২৩৮টি আইসিডিএস কেন্দ্রের জন্য টিউবওয়েল অনুমোদন হয়েছে। কৃষিতে অনাবৃষ্টির কারণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্প, নির্মল বাংলা মিশন প্রকল্পে খুব ভাল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ব্লক অফিসের মাঠে 'কর্মতীর্থ' নামে কেন্দ্র হবে। বেকার যুবক যুবতীদের জন্য বিএসকেপি ও গতিধারা প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বপনবাবু জানালেন, এখন আমাদের একটাই লক্ষ্য উন্নয়ন উন্নয়ন আর উন্নয়ন।

এ সপ্তাহের মুখ

জলদস্যুদের গুলিতে জখম ২ মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার ভোরে আলো ফুটতে না ফুটতে হঠাৎই ৭ থেকে ৮ জনের জলদস্যুদল গুলি ছুঁড়লে জখম হয় ২ জন মৎস্যজীবী। জখম মৎস্যজীবীদের নাম সুভাষ মণ্ডল, হরিপদ বর্মন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং মহকুমা সুন্দরবন কোস্টাল থানার গাঁড়াল নদীর তালপট্টি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আমতলি গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যজীবী সুভাষ মণ্ডল, হরিপদ বর্মন সহ আরও ৩ জন মৎস্যজীবী গত ১৯ আগস্ট একটি নৌকা করে কাঁকড়া ধরতে যায় নদীতে। এদিন গাঁড়ল নদীর তালপট্টি এলাকায় কাঁকড়া ধরার সময় একটি ভুটভুটি করে সাত থেকে আট জনের জলদস্যুদল হঠাৎই তাদের লক্ষ করে গুলি ছোঁড়ে। জখম মৎস্যজীবীদের প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ও পরে অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। জলদস্যুরা গুলি ছুঁড়লে মৎস্যজীবী হরিপদ বর্মনের কাঁধে লাগে। এ বিষয়ে কোস্টাল থানার অভিযোগ দায়ের করে মৎস্যজীবীরা। কোস্টাল থানা সূত্রে জানা গিয়েছে অভিযোগ পেয়ে জলপথে কোস্টাল বাহিনী চিরুনি তল্লাশি করছে। খুব শীঘ্রই জলদস্যুরা ধরা পড়বে।

ধর্ষণে ধৃত প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে রবিবার রাতে প্রতিবেশি এক প্রৌঢ়কে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত কানাইলাল গিরি নামখানা থানার দক্ষিণ চন্দনপীড়ির বাসিন্দা। নির্যাতিতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শিশু যৌন নির্যাতন আইনে (পক্সো) মামলা রুজু করেছে। ধৃতকে সোমবার আলিপুর জুভেনাইল আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে নির্যাতিতার মেডিক্যাল টেস্ট করানো হয়। বছর তেরোর ওই ছাত্রী স্থানীয় স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত। ছাত্রীকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে কানাইলাল বাড়ির পাশের ফাঁকা মাঠে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

ট্রাফিক বেহাল

কমলিকা পুরকাইত, শেওড়াফুলি : অন্যান্য সব রাস্তার মতোই শেওড়াফুলির ঘোষ মার্কেট ও বোনাডাঙার সংযোগস্থলে তৈরি হয়েছিল ট্রাফিক সিগনাল জেব্রা ক্রশিং, ছিল ট্রাফিক স্ট্যান্ড। সিগনালের লাইটগুলি সময়মত জ্বললে নিভলেও সেই নিয়মকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিব্যি নিজেদের মতো চলাচল করছে সাধারণ মানুষ। ফলে পুলিশবিহীন এই ট্রাফিক সিগনালে চলছে চলাচলের নৈরাজ্য। প্রথম প্রথম বোবা রাজকুমারের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেও একটি আস্তানা গড়ে উঠেছিল ভিখারী ও কুকুরের। পথচলিত নিত্যযাত্রীদের এ বিষয়ে জানা থাকলেও এ রাস্তার নতুন গাড়ি চালকদের প্রথমবার ধাঁধা ধরানো এই ট্রাফিক সিগনাল বড়সড় বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে বারংবার। হঠাৎ করে সিগনালের নিয়ম অনুযায়ী দাঁড়িয়ে পড়ার মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনা ঘটেছে এই জায়গায়। এর পরেও কোনও হেলদোল হয়নি প্রশাসনের। গত একমাস আগে ভোরবেলায় লরির ধাক্কায় হেলে গিয়েছে এই ট্রাফিক স্ট্যান্ড। যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ে বিপদ ঘটাতে পারে জেনেও কোনও পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। ওই রাস্তার নিত্য যাত্রী এক শিক্ষিকার মত নিলে তিনি বলেন, ''এখানে যখন প্রথম ট্রাফিক সিগনাল হয়েছিল তখন খুবই স্বস্তি পেয়েছিলাম। কারণ এই রাস্তাটায় স্কুল টাইমে খুবই ভিড় থাকে। চলাচল করতে খুবই অসুবিধা হয়। কয়েক বছর হয়ে গেল কোনও পুলিশকেই আর এখানে দেখা যায় না। এখন তো ট্রাফিক স্ট্যান্ডটাই অর্ধেক ভেঙে গিয়েছে যেকোনও সময় ভেঙে আমাদেরই ঘাড়ে পড়বে।

মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহকুমা শাসক কার্যালয়ে বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন দেয় ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার এক প্রতিনিধিদল। বিভিন্ন দাবিতে কয়েকশো যুক্তিবাদী সংস্থার কর্মী সদস্য এবং এলাকার সাধারণ মানুষজন ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ, পথসভা, মিছিল করে। যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের দাবি নিম্নমানের এভিএস যোগান আর নয়। তরল এভিএস নয় গুড়ো এভিএস এর যোগান রাখতে হবে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভেন্টিলেশন–এর ব্যবস্থা দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে। এভিএস–এর গুণগত মান যাচাই–এর জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণের উপর (মনিটারিং টিম) ব্যবস্থা রাখতে হবে, সাপে কাটা রোগীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে হবে এবং ক্যানিং মহকুমা সভা হাসপাতালে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য বলেন দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।

পুজোর আগেই দোকানদারদের হাতে চাবি তুলে দিল পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ পুরসভার বর্তমান বোর্ড উচ্ছেদ করা দোকানদারদের পুনর্বাসন দিল। ২৫ আগস্ট দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোডে এক অনুষ্ঠানে ৪৭ জন দোকানদারদের হাতে স্থায়ী দোকানের চাবি ও এগ্রিমেন্ট পেপার তুলে দেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পুরসভার চেয়ারম্যান ফুলু দে, উপ পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দীপক ঘোষ, পম্পা ঘোষ, হিমাংশু সিংহ, অখিল মণ্ডল, মিঠুন শিকদার সহ কাউন্সিলরবৃন্দ ও পুর কর্মী ও ব্যবসায়ী সমিতির কর্মীবৃন্দ। অশোক দেব বলেন বজবজ পুরসভা সবসময় মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে। আপনাদের সহযোগিতা পেলে আরও উন্নতি করবে।

৮ ফুট বাই ৬ ফুট পাকা, শাটার লাগানো দোকান মাত্র ৬০ হাজার টাকার বিনিময়ে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাসিক ২৫০ টাকা হিসাবে ধার্য হয়েছে। সরকারি অর্থ পুরসভার অর্থ, ব্যবসায়ীদের অর্থ নিয়ে এই ৯০টা দোকান ঘর তৈরি হয়েছে। চেয়ারম্যান ফুলু দে বলেন ফেব্রুয়ারি মাসে দোকান ভেঙে নতুনভাবে তৈরির কাজ শুরু হয়। ছ' মাসের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে দোকান ঘরগুলি তৈরি করে পুজোর আগেই দোকানদারদের হাতে তুলে দেওয়া হল। ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বারে বারে মিটিং করে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দোকান ঘরগুলি তৈরি হয়েছে। পুজোর আগেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড সংস্কার হবে বলেও জানান তিনি। শৌচালয়সহ এলাকার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হলে এই রাস্তার ও পরিবেশ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে বলে বাসিন্দারা মনে করেন।

ফলতায় যুব কম্পিউটার সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ আগস্ট ফলতায় যুব কম্পিউটার সেন্টারের উদ্বোধন করেন বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ। উদ্বোধনী ভাষণে ফলতা যুব কম্পিউটার সেন্টারের কর্ণধার সমীক হালদার বলেন, মাত্র ২টি কম্পিউটার নিয়ে পথ চলা শুরু হয়। শুরুতে এই এলাকায় ছেলে মেয়েদের মধ্যে কম্পিউটার শেখার প্রবণতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তার সঙ্গে তাল রেখেই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও গুণগত মান এবং পরিকাঠামো প্রসারণ করতে হয়।

বর্তমানে এই সেন্টারে ২০০ ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। আরও ১০০ শিক্ষার্থীর ব্যবস্থা হবে অদূর ভবিষ্যতে।

প্রদীপ জ্বালিয়ে যুব কম্পিউটর সেন্টার উদ্বোধন করছেন বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন যুব আধিকারিক সুব্রত কয়াল, পঞ্চায়েত সভাপতি মঞ্জু নস্কর ও খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মণ্ডল। সর্বশেষ বক্তব্যে তমোনাশ ঘোষ বলেন, আমাদের সরকার শিক্ষিত বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য যুব কম্পিউটার সেন্টার পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক ব্লক ও অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। আমার বিধানসভায় কেন্দ্রে এই সেন্টার চালু হওয়ায় এখানকার ছেলেমেয়েরা খুব উপকৃত হবে।

নমো গ্রুপের শিক্ষাসামগ্রী প্রদান

অরিন্দম রায়চৌধুরী : কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'। এই শ্লোগানকে সামনে রেখে নমো গ্রুপ ফাউন্ডেশন এক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, বলে জানালেন এই সংস্থার রাজ্য সভাপতি অমৃত মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে বহু মেয়েরা আজও পিছিয়ে। যাতে তারাও প্রতিযোগিতায় সামনের সারিতে আসতে পারে, সেজন্য নমো গ্রুপ ফাউন্ডেশন আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। সম্প্রতি এই সংস্থার পক্ষ থেকে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার হাবড়ায় বিভিন্ন গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের বই,খাতা

কলম ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়াকরণে অমৃত মুখোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিমল মজুমদার, মহিলা শাখার সম্পাদক সুজাতা নাগ, সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমল শর্মা, বিমল সুগধ প্রমুখ। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিমল মজুমদার বলেন, 'ইতিপূর্বে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর, পাণ্ডুয়া, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, চন্দননগরের বিভিন্ন গার্লস স্কুলের প্রায় কয়েকশ ছাত্রীদের পড়াশুনোর সুবিধার্থে বই, খাতা, কলম ইত্যাদি সংস্থার পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে।' অমৃতবাবু বলেন, 'আগামীদিনে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও এই কর্মসূচিকে প্রসারিত করার ইচ্ছে আছে।' তবে এই মুহূর্তে সংস্থার ফান্ডের কিছু ঘাটতি আছে। তাই ফান্ডকে আরও শক্তিশালী করে এই কর্মসূচিকে রাজ্যব্যাপী বিস্তার ঘটানো সহ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে চান সংস্থার কর্মকর্তারা।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত শনিবার কুলপি থানার পুলিশের উদ্যোগে চক্ষু পরীক্ষা শিবির হয়েছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ফেকো ইমাল সিফিকেশন শিবির হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল ডায়মন্ড হারবার–এর এসডিপিও রূপান্তর সেনগুপ্ত। কুলপি থানার ওসি পার্থ সারথি ঘোষ। বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রদ্যুৎ কুমার মণ্ডল। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শুভ সূচনা করা হয়। কুলপি এলাকার বহু মানুষ আসেন এদিন শিবিরে। প্রায় ২০০র বেশি মানুষকে বিনামূল্যে পরীক্ষা করা হয়। এবং আগামী দিনে যাদের ছানির সমস্যা আছে তাদেরকে নিয়ে অপারেশন করানো হবে। এদিন ডায়মন্ড হারবার এসডিপিও বলেন এর আগেও তিনি শঙ্কর নেত্রালয়কে নিয়ে বহু এলাকায় কাজ করেছেন আগামী দিনে আরও করা হবে। কুলপি ওসি বলেন, সাধারণ মানুষের সাথে পুলিশের একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত। আমরা তাই বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই।

বেহালায় মেয়েদের শিক্ষার পথিকৃৎ

সরশুনা গার্লস হাই স্কুলের শতবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় একশো বছর আগে ব্রিটিশ রাজত্বকালে পশ্চিম বেহালার বৃহত্তর সরশুনার বুকে কেবলমাত্র মহিলাদের শিক্ষার সলতে যদি কেউ জ্বালিয়ে থাকে তবে তার একমাত্রা দাবিদার হবে সরশুনা গার্লস হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক)। তামাম বেহালার বুকে ১৯১৫–র পূর্বে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে ছোটো–বড়ো বৈপ্লবিক আন্দোলনের কালে অগ্নিযুগের বাংলায় হয়তো মেয়েদের শিক্ষার সূচনা ঘটে গিয়েছে, কিন্তু তা একমাত্র মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হয়নি। ছাত্র–ছাত্রী একসঙ্গে পঠনপাঠন এমন দৃষ্টান্ত অনেকগুলিই রয়েছে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পর কলকাতা ও সন্নিহিত এলাকার যে সব স্থানে বাংলার গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি 'অনুশীলন সমিতি'র শাখা কার্যালয় গড়ে ওঠে তার মধ্যে কলকাতার যেমন খিদিরপুর, দর্জিপাড়া ছিল তেমন বেহালার সরশুনাও ছিল ছয় লাঠিয়াল যুবকের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'অনুশীলন সমিতি'র শাখা সংগঠন। তাদের প্রতিবেশীদের একজন হলেন সুরেশ নাথ পাল। যিনি মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজ জমিতে বিদ্যালয়ের মূল গৃহ 'বিরাজ লক্ষ্মী স্মৃতি মন্দির' ও বীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মায়ের স্মৃতির স্মরণে 'সুমতি স্মৃতি মন্দির' দিয়ে বৃহত্তর সরশুনার বুকে মেয়েদের স্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্রের পথ চলা শুরু। যদিও বিদ্যালয়ের সূচনা পর্বে বেশ কিছু কাল চলে কখনও স্থানীয় গুণেন্দ্র নাথ ঘোষের বাড়ির বারান্দায়, কখনও মণিভূষণ মিত্রের বাড়ির বারান্দা বা কখনও বিমান বিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুজোর দালানে মেয়েদের শিক্ষার আন্তরিক প্রচেষ্টা চলে।

এদিকে সরশুনাবাসীদের উদ্যোগে ১৯১৫তে গড়ে ওঠা 'সরশুনা গার্লস হাই স্কুল' ১৯৬১ সালে জুনিয়র হাই স্কুল থেকে হাই স্কুলে উন্নীত হওয়ার সরকারি অনুমোদন লাভ করে। ফলে পরবর্তী সময়ে ক্রমবর্ধমান ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৭–এ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে স্বর্গীয় শৈলেশ কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রায় দেড় বিঘা জমি বিদ্যালয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুমতি দেন। আর তাঁরই বদান্যতার ফলে সেই জমি আর সম্প্রসারিত জমি মোট দু'বিঘা জমিতে বিদ্যালয়ের বর্তমান সুবৃহদায়তন দৃষ্টিনন্দন চার তলা ভবন স্বর্গীয় শৈলেশ কুমার চক্রবর্তীর অকাল প্রয়াতা কন্যার স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'ঊর্মিলা স্মৃতি ভবন' গড়ে ওঠে। সুদীর্ঘ ১৯ বছর এই বিদ্যামন্দিরের স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষিকা ললিতা ঘোষ জানান, একবিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয় দশকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানান সুবিধা–অসুবিধার মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এখানে নেই কোনও কার্পণ্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ১০০ বছর পূর্ণ করে চলতি বছরে ১০১ বছরের দিকে এগোতে চলল। গতানুগতিক শিক্ষাদানের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করতে এখানে প্রতিটি শ্রেণিতে আধুনিক কালের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে সবুজায়ন, 'স্কাউট অ্যান্ড গাইড', ফুটবল, হকি, স্কুল ব্যাঙ্ক, ইকো ক্লাবে সায়েন্স ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, ওয়াল ম্যাগাজিন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা বিবিধ বিষয়ে ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্য সারা বছর ব্যাপী চলে। গত ২০১৪ আমাদের বিদ্যালয় 'বিদ্যালয়ভিত্তিক' 'মক পার্লামেন্ট' বিতর্ক প্রতিযোগিতায় রানার্স পজিশন লাভ করে।

সরশুনা গার্লস হাই স্কুল। ইনসেটে প্রধান শিক্ষিকা।
– ছবি : সোম তাপস

শিক্ষা সুন্দর রূপে গড়ে তোলা এবং ছাত্রীদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটানোই আমাদের কাজ । পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণিতে বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রী কমবেশি ১৩০০ জন। আর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি কলাবিভাগে কমবেশি ৩০০ জন ছাত্রী রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগ চালুর প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। মর্ডান সায়েন্স ল্যাবোরেটরির প্রক্রিয়া জারি আছে। এদিকে তামাম বেহালা কেন সারা কলকাতা শহরের বুকে যে কটা বিদ্যালয়ে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি আছে তা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে বহাল রয়েছে তা হলো, পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির নির্দিষ্ট রঙের ফিতা। পঞ্চমে লাল, ষষ্ঠতে হলুদ, সপ্তমে নীল, অষ্টমে গোলাপি, নবমে সাদা। দশমে কালো, একাদশে সাদা আর দ্বাদশে কালো। ছাত্রীদের আবশ্যিক রূপে ব্যবহার করতে হবে। বড়দিদিমণির অনুযোগ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার আলোয় আনতে ইচ্ছা এমন নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রথম সদস্য (ফার্স্ট লার্নার) প্রথম সদস্য এযুগেও আসছে আমাদের বিদ্যালয়ে আর তাদের নিয়েই আমাদের আজকের লড়াই। বড়দিদিমণির আরও অনুযোগ, এ শহরে, দেশে বিদেশের বিবিধ প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ বিদ্যামন্দিরের বহু স্বনামধন্য কৃতি প্রাক্তন ছাত্রী যদি এই শতবর্ষের অনুষ্ঠানে কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতো। তবে সে অনুষ্ঠান অঞ্চলের মানুষদের কাছেই চির স্মরণীয় হয়ে থাকত। তবে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে যে দু'টি বিষয় সবচেয়ে উল্লেখের দাবি রাখে তার একটি হল হল্যান্ডের এক সংস্থার দ্বারা আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাজার লিটারের অতি পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং পরবর্তী সময়ে এই বিদ্যালয়েই ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষিকা প্রতিমা সেনের অবসরকালীন অর্থ বিদ্যালয়ের ৫০০০ গ্রন্থ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে দান করা। সেই ছ'লক্ষ টাকা দ্বারা বিদ্যালয়ের আধুনিক সুবৃহদায়তন গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এবং বিদ্যালয়ের বর্তমান অঙ্ক বিষয়ের শিক্ষিকা কৃষ্ণা সিনহার বিদ্যালয়ের শতবর্ষের উন্নতিকল্পে ৫০,০০০ টাকা দানও উল্লেখযোগ্য। এবং দেবলীনা মিত্র প্রমুখ। বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিকে জেলায় প্রথম স্থানাধিকারী বর্তমান কানাডা নিবাসী জয়িতা দাস, মহিলা ফুটবল কোচ মণিকা দাস, স্বনামধন্য চিকিৎসক লিসা বিশ্বাস, বর্তমান নবম শ্রেণির ছাত্রী ফুটবলার আশা দাস। আর বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ফলাফল বিবিধ কারণে এইচ এসে তেমন না হলেও মাধ্যমিকের ফলাফল দু' একবছর বাদে প্রতিবছরই স্থানীয় অঞ্চলে সেরা স্থান অর্জন করে । শেষ গত ২০১৪–র মাধ্যমিকের ফলাফল স্থানীয় বেহালার বিদ্যালয়ের মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ। তবে বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতিতে দীর্ঘ ৩২ বছর (১৯৬০–'৯২ খ্রিস্টাব্দ) যাবৎ স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালনকারী মাধবিকা দত্তের অবদান স্মরণীয়।

মহানগরে

পুর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুর সূত্রে খবর, প্রতিদিন কলকাতা শহরে গড়ে প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন আবর্জনা সংগৃহীত হয়। পুর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দফতর প্রায় ৩৫০টি গাড়ি ব্যবহার করে প্রতিবছর গড়ে ১৪.৫৬ লক্ষ মেট্রিকটন আবর্জনা ধাপা বর্জ্য ভূমিতে নিক্ষেপ করে। ফলে ওই বর্জ্য ভূমিতে নিক্ষেপ করে। ফলে ওই বর্জ্যভূমি প্রায় সম্পূর্ণটাই বর্জ্যে ভরে উঠেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান তৃণমূল পুরবোর্ড ধাপায় স্থানীয় বাসিন্দাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে সর্বমোট ৫২ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫ হেক্টর জমি বর্জ্য নিক্ষেপের জন্য অধিগ্রহণ করে। রাজ্য সরকারের 'হিডকো'র থেকে রাজারহাটে চাপনা মৌজায় ২০ একর (৬০ বিঘারও অধিক) জমি পুরসভা পেয়েছে এবং তার মধ্যে ১৪ একর (৪২ বিঘারও অধিক) জমিতে পুরসভা একটি অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্যভূমি প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এদিকে বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন (অচিরাচরিত শক্তি) পুরসভার আগাম পরিকল্পনা। রাজারহাটে চাপনা মৌজায় ছ'একর (১৮ বিঘারও অধিক) জমিতে 'পাবলিক–প্রাইভেট পার্টনারশিপ' (পি পি পি) মডেলে এই শক্তি উৎপাদন বিষয়টি পুরসভার আগামী বিবেচনায় রয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য দরপত্র আহ্বানের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

শহরে গাড়ি বৃদ্ধি, সবুজ ধ্বংস করে পার্কিং লট

বরুণ মণ্ডল

কর্মযজ্ঞের বিচারে দেশের চার পুরসভার মধ্যে দেশের অন্যতম সেরা পুরসভা কলকাতা পুরসভা। আর সেই পুরসভার পুর উদ্যান বিশেষজ্ঞদের ভাবনা পার্ক থেকে তো আর বিশেষ রোজগার নেই। আর পুরসভার জমির দরকার। শহরে সাড়ে ছয়শো অধিক পার্ক থেকে মাত্র ৫টি পার্কের সবুজ ধ্বংস করে মাল্টি–কার পার্কিং (কম জায়গায় অধিক গাড়ি রাখার ব্যবস্থা) ব্যবস্থা তৈরির পরিকল্পনা কী শহরের সবুজের কোনও ক্ষতি হল? শহরের গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব, পার্কিং–এর জায়গা খোঁজো। শেষে পরিকল্পনা শহরের 'ফুসফুস' বলে পরিচিত পার্কের খোলা জমিই হবে পার্কিং লট। তালিকায় শহরের কোন কোন পার্কে পার্কিং লট হবে : এলিট পাড়া গড়িয়াহাট সংলগ্ন ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক (ত্রিকোণ পার্ক), দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা হাজরা মোড়ের হৃৎপিন্ডে থাকা হাজরা পার্ক, মধ্য কলকাতার অতীব বৃহদায়তন পার্ক সুরেন্দ্রনাথ পার্ক (কার্জন পার্ক), কলেজ স্ট্রিট ও সূর্য সেন স্ট্রিটের মতো ঘিঞ্জি এলাকার প্রাচীন পার্ক শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, ভবানীপুর এলাকার বিখ্যাত গাঁজা পার্ক (পার্কের পোশাকি নাম ডি এন মিত্র স্কোয়ার)। কলকাতার সবুজের পরিমাণ শহরের মোট ক্ষেত্রমাণের (২০২.০৪ বর্গ কিলোমিটার) এক শতাংশেরও কম। সেই শহরের প্রাকৃতিক ভারসাম্য আর একটুকু ধ্বংস করে মাল্টি–কার পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে

তুলবে পুর কর্তৃপক্ষ। তবে একটা সুখের খবর পার্কের পরিবেশের কথা মাথায় রেখে কার্জন পার্কের ভূগর্ভে মাল্টি–কার পার্কিং গড়ে তোলার পরিকল্পনা পুরকর্তৃপক্ষের। আর বাকি চার পার্কের গর্ভে মেট্রোর লাইন থাকায় ভূপৃষ্ঠে পার্কিং লট গড়া হবে 'পাবলিক–প্রাইভেট পার্টনারশিপ' (পি পি পি) মডেলে এদিকে এই পাঁচ পার্কের 'বেনিফিসিয়ারি'দের মধ্যে এই পরিকল্পনা বিষয়ে প্রতিবাদের সুর চড়ে উঠছে। গত পুরবোর্ডে এই পার্কিং বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন প্রয়াত মেয়র পারিষদ রাজীব দেব। তাঁর আমলেও পার্কিং নিয়ে সমস্যা ছিল। তবে রাজীববাবু ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সমস্যা দূর করার। যা সেভাবে ফলপ্রসু হয়নি।

মাঙ্গলিকী

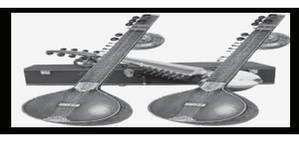

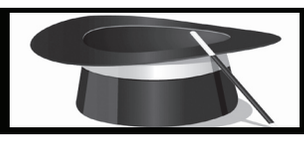

শুধু খুঁটি পূজা নয়, ঐতিহ্যের পরম্পরা

সাংস্কৃতিক সংবাদদাতা

বৈষ্ণবঘাটা–পাটুলির আজকের কেন্দুয়া রোড ১৯৪৮ সালে কেমন ছিল? অবশ্যই একটি গ্রাম্য পথ। অঞ্চলটির প্রকৃতি কেমন ছিল? অবশ্যই গাছ গাছালি ভরা গ্রাম্য পরিবেশ। সেই সময় ওখানকার কিছু তরুণ স্থাপন করেন কেন্দুয়া শান্তি সংঘ। আজ সেটি একটি রেজিস্ট্রিকৃত বিরাট সংগঠন। আজ কেন্দুয়া বোর্ড এক বিরাট প্রশস্ত রাজপথ। দুধারে সুদৃশ্য বাসভবনের সারি। অভিজাত রেস্টুরান্ট প্রভৃতি। বৈষ্ণবঘাটার মোড় থেকে পায়ে হেঁটে ১০ মিনিটের কম সময়তেই পৌঁছে যাবেন কেন্দুয়া শান্তি সংঘের খোলা মাঠে। মাঠের এক প্রান্তে রয়েছে বাঁধানো মঞ্চ। সারা বছরই মাঠে নানান খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। হয় দুর্গাপুজো, বইমেলা সহ আরও অনেক কিছু। মাঠ সংলগ্ন রয়েছে বিরাট সুদৃশ্য ক্লাব হাউস। দোতলা বাড়িতে রয়েছে শুভানুষ্ঠানের জন্যে বাতানুকুল হল ঘর; বিভিন্ন সভার জন্য একাধিক সভাঘর। 'কার্ড রুম', ক্যারম ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা। সব কিছু ছিমছাম। সুসজ্জিত।

কেন্দুয়া শান্তি সংঘের দুর্গাপুজোর এবারে ৪২তম বর্ষ। গত ২রা আগস্ট হয়ে গেলো তারই শুভ 'খুঁটি' পুজো।এর জন্যে মাঠের একপ্রান্তে তৈরি করা হয় পুজোমণ্ডপ। অপর প্রান্তে তৈরি করা হয় অতিথিবৃন্দ সহ সদস্য সদস্যাদের বসবার জন্যে মণ্ডপ। এই মণ্ডপের ভিতরেই আবার তৈরি করা হয় সাংস্কৃতিক মঞ্চ। এই প্রতিবেদক যখন সকাল সকালই পৌঁছালেন কেন্দুয়া শান্তি সংঘের প্রাঙ্গণে তখনই বর্ষণক্লান্ত প্রত্যুষকে উপেক্ষা করেই অভ্যর্থনা মন্ডপে দেখা গেল উপস্থিত হয়েছেন অন্যান্য বরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দ সহ ক্লাবের কার্য নিবাহি সভাপতি, কবি, বাগ্মী আলোক মুখোপাধ্যায়, এবছরের পুজো কমিটির সভাপতি শ্রদ্ধেয় বরিষ্ঠ ব্যক্তি মানব দত্ত। উপস্থিত রয়েছেন যুবা সদস্যবৃন্দ সহ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক যুবা–ব্যক্তি অভিজিৎ ঘোষ। বস্তুতঃ তাঁরই দক্ষ সঞ্চালনায় সমগ্র 'খুঁটি' পুজো সুসম্পন্ন হল। সকাল থেকেই মাইকে বাজছে রবীন্দ্র সঙ্গীত; ক্লাবের অতি সক্রিয় সদস্য, সদা হাসিমুখ 'সুদর্শন ভাই' (দাস) মাঝে মাঝেই উদাত্ত কণ্ঠে সকল পল্লীবাসীকে উৎসব মণ্ডপে আসার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই মণ্ডপে এসে পৌঁছেছেন ক্লাবের সংস্কৃতিক সম্পাদক রঞ্জিতা চক্রবর্তী। উপস্থিত হয়েছেন গৃহবধুরা আর কচিকাঁচারা এই দুই দলকে বাদ দিয়ে কি কোনও শুভ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়?

অতঃপর পূজামণ্ডপে সবাই উপস্থিত হলেন। অতি পবিত্র পরিবেশে 'খুঁটি' পুজো সম্পন্ন হল। ক্লাবের সদস্য এবছরের পুজোর 'থিম মেকার' সব্যসাচী পাল ক্লাবের সকল সদস্য সদস্যাদের তরফে অঞ্জলি দিলেন। তখন ঢাকিরা তাদের ঢাকের বাজনায় পল্লীবাসীকে জানিয়ে দিলেন কেন্দুয়া শান্তি সংঘের ১৪২২ এর অকাল বোধন শুরু হয়ে গেল এই সকালে। পূজো চলতে চলতেই পুজো মন্ডপে এসে উপস্থিত হলেন দুই বিশিষ্ট অতিথি ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত ও অভিনেতা সাগ্নিক। পুজো শেষে সবাই এসে বসলেন অভ্যর্থনা মন্ডপে। মঞ্চে এনে বসানো হল দুই বিশিষ্ট অতিথিকে। তাঁদের সাথে মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন কার্যনির্বাহি সভাপতি শ্রী আলোক মুখোপাধ্যায়, পুজো কমিটির সভাপতি শ্রী মানব দত্ত ও এবছরের পুজো থিম মেকার সব্যসাচী পাল। এঁদের সকলের হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দিলেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক রঞ্জিতা চক্রবর্তী সহ অন্যান্য মহিলারা। এই সঙ্গে দুই বিশিষ্ট অতিথির হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিয়ে তাঁদেরকে ক্লাবের তরফে 'মিষ্টি মুখ' করানো হল। সঞ্চালনায় এলেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ ঘোষ। যথাযথ ভাষণে তিনি সকলকে স্বাগতঃ জানালেন অভ্যর্থনা মন্ডপে। শ্রী ঘোষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অভিনেতা সাগ্নিক খুব খোলা মনে সলজ্জভাবেই বললেন, মাইকে ভাষণ দিতে তিনি অভ্যস্ত নন। শুধু এইটুকুই বলব এবারেও কেন্দুয়া শান্তি সংঘের দুর্গাপুজো সুসম্পন্ন হোক আর বৃষ্টি তখন যেন অন্য দেশে চলে যায়... কেন্দুয়া শান্তি সংঘের পুজো কমিটির চেয়ারম্যান কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত বললেন, যদিও তিনি পাড়ার পুজো নিয়ে অনেকটাই ব্যস্ত থাকবেন, তথাপি শান্তি সংঘের পূজোতেও তিনি সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সময় বার করে নেবেন।

উভয় বক্তার বক্তব্য উপস্থিত সকলের করতালিতে সংবর্ধিত হল। তাঁদের ভাষণে দুই বক্তাকে সংগঠনের তরফে ধন্যবাদ জানালেন মঞ্চে উপবিষ্ট দুই সভাপতি শ্রী আলোক মুখার্জী ও শ্রী মানব দত্ত। ইতিমধ্যে সকলের হাতে হাতে এসে গিয়েছে শালপাতার তৈরি বাটিতে পুজোর প্রসাদ – সভা শেষ হবার পরেও চলতে থাকে রবিবাসরীয় আড্ডা...ওই দিনই সন্ধ্যায় ক্লাবের সভাঘরে বসল সংগঠনের মাসিক সাহিত্য সভা। মঞ্চে অংশগ্রহণ করলেন কার্য নির্বাহি সভাপতি আলোক মুখার্জী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রঞ্জিতা চক্রবর্তী। সুচারু সঞ্চালনায় ছিলেন যথারীতি কবি নিতাই মৃধা। ৩৫ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী আসরে যোগদান করেন। কবিতা পাঠে, গল্প পাঠে, সঙ্গীতে আসর জমে ওঠে (ছিল কিছু জাদুও)। গোড়ায় সংগঠনের আগামী বইমেলা নিয়েও কিছু আলোচনা হয়। এদিন সকালে অনুষ্ঠিত সংগঠনের খুঁটি পুজোর প্রসাদও সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে কেন্দুয়া শান্তি সংগঠন হল এক বহতা নদী...

'ভারততীর্থ' সমৃদ্ধ স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জীবনানন্দ সভাগৃহে মোট আসন সংখ্যা জানি ৮৫। শাশ্বত ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন–গৌরী বসু, স্বপন কুমার দাসের স্মরণ সভায় সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষা জগতের গুণীজনের উপস্থিতির সংখ্যা ১২৫ ছাড়িয়ে গেলো– অভিনন্দন অনুষ্ঠানের ব্যাবস্থাপক 'জন সমুদ্র', 'শব্দের ঝংকার', 'শিল্পমনন' প্রভৃতি পত্রিকার সদস্যবৃন্দকে যাঁরা জীবনানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এক রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। অনুষ্ঠানের নির্দেশক, ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের সুযোগ্য পুত্র, ময়না কলেজের অধ্যক্ষ, লিটল ম্যাগাজিন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন তাই বিনীত ও শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে উপস্থিত সকলকে বললেন, এত গুণীজনের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির জন্য তাঁরা গর্বিত। বোঝা যায়, যে ৩ জনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা, তাঁরা বাংলার সাহিত্য–সংস্কৃতি ও শিক্ষা জগতে স্থায়ী দাগ রেখে গিয়েছেন।

অনুষ্ঠান প্রতিবারের মতন এবারেও কাঁটায় কাঁটায় বিকাল ৫টায় আরম্ভ হল। প্রতিবারের মতন এবারও অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল জাদুময় শ্রদ্ধার্ঘ প্রদর্শনের মাধ্যমে। জাদুকর সোনালি কর্মকার ফুলের জাদুর মাধ্যমেই প্রয়াত ত্রয়ীদের শ্রদ্ধা জানালেন; পরে সকলের জন্যে দেখালেন রঙীন ফিতে প্রভৃতির জাদু, সকলের কাছে 'বার্তা' পৌঁছে দিলেন এই বলে–আমরা লিটল ম্যাগাজিন জগতে সবাই আছি একসাথে। জাদুকর সোনালি কর্মকারের জাদুময় অনুষ্ঠান–উদ্বোধন ভূষিত হল সকলের উষ্ণ করতালিতে... এই প্রসঙ্গে আরও জানানো যায়, প্রয়াত ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন বরারবই জাদুসম্রাট পিসি সরকার সিনিয়রের জগৎখ্যাত 'ইন্দ্রজাল' জাদু প্রদর্শনীর ছিলেন বিশেষ গুণগ্রাহী। এরপর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন মহিষাদলের কলামন্দিরের শিল্পী সোমনাথ মাইতি – 'ওই আকাশে আমার মুক্তি', তখন মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন 'ভারততীর্থ'–এর নিদর্শন স্বরূপ ঋষিণ মিত্র, রেভারেন্ড কিশোর অধিকারী, রেভারেন্ড আশিস সরকার ডা. মহম্মদ আবদুল কাদির। প্রয়াত ত্রয়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী স্তোত্র পাঠ করলেন; রেভারেন্ড আশিস সরকার বাইবেল থেকে বাংলায় অনুদিত অংশ পাঠ করলেন; বাইবেল থেকেই অংশবিশেষ অনুবাদ করে গান হিসাবে পরিবেশন করলেন রেভারেন্ড কিশোর অধিকারী, ডাঃ মহম্মদ কাদির পবিত্র কোরাণ থেকে প্রথম স্তবক পাঠ করলেন, পরে বাংলায় অনুবাদ ও শোনালেন। প্রয়াত ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শোনালেন স্বরচিত কবিতা। এই পর্বেই রেভারেন্ড অধিকারীর হাতে শিল্প মনন পত্রিকার সম্পাদক স্বর্ণেন্দু শেখর দাস তুলে দিলেন তাঁর প্রয়াত পিতা ('আমি যা কিছু শিখেছি সব বাবার কাছ থেকেই শিখেছি', উপনিষদ) স্বপন কুমার দাসের স্মৃতিচারণ করে লেখা বহু লেখকের রচনার সংকলন। এরপর সকলে উঠে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করলেন, ১ মিনিট ত্রয়ী প্রয়াতের সাথে 'শব্দের ঝংকার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে। এদিন মঞ্চে বিশিষ্টজনদের হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে, ব্যাজ পরিয়ে দিয়ে যথাযথভাবে সম্মান জানানো হল। ত্রয়ী প্রয়াতের উষ্ণ স্মৃতিমেদুর স্মৃতিচারণ করলেন যাঁরা তাঁরা হলেন সুনীল মুখোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ দাস, সোমনাথ মাইতি, অশোক কুমার লাটুয়া, সুমিত্রা ঘোষ, স্বর্ণেন্দু শেখর দাস প্রমুখ। এছাড়া গানে গানে প্রয়াত ত্রয়ীকে শ্রদ্ধা জানালেন অদিতি রায়, মোনালিসা কর্মকার প্রমুখ। এ বছরে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট মানপত্রে সংবর্ধিত হলেন ডাঃ মহম্মদ কাদির, রেভারেন্ড কিশোর অধিকারী, রেভারেন্ড আশিস সরকার। 'নেতাজি সুভাষ' মানপত্র প্রদান করা হল গোঁসাই চন্দ্র দাসকে। যাঁদেরকে 'শিল্প মনন' পত্রিকার তরফে উত্তরীয় ও ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মৃতি পদক দিয়ে সম্মান জানানো হল তাঁরা হলেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরালাল চন্দ্র (আলিপুর বার্তার সাংবাদিক), সমরেন্দ্রনাথ জানা।

এদিন বিশেষ সমৃদ্ধ ভাষণ দিলেন শিল্প মনন পত্রিকার সম্পাদক স্বর্ণেন্দু শেখর দাস। বললেন, আজকের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা কার্যকর করলেন তিনি মুখ্য নির্দেশক ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের নির্দেশ মতন। যাঁরা আজ আমাদের প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করলেন তাঁরা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করলেন। আগামী দিনে আমাদের হয়তো এই অনুষ্ঠান আরও বড় জায়গায় করতে হবে। আরও বহু গুণীজনকে আমরা সংবর্ধনা জানাবো। এদিন সভায় ডাঃ রুপালি বিশ্বাসের সাহিত্যপত্রিকা মন ক্যামেরা ও বই 'পুরানো সাঁঝের তাঁরা'–র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল।

এদিন মহিষাদল উন্নয়ন সমিতির তরফে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন ও শিক্ষা জগতের সদা উজ্জ্বল ব্যক্তি, সকলকে অনুপ্রেরণা দাতা ময়না কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনকে উত্তরীয় ও সম্মান প্রদান করে বাংলা শিক্ষা, সংস্কৃতি জগৎকেই সম্মান জানানো হল... এই পর্বটি চলার সময়ে উপস্থিত সকলের উষ্ণ করতালিতে সভাঘর মুখরিত হল...

দ্বিতীয় পাঠের সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় এলেন কবি ঝুনু ভৌমিক। ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বরচিত কবিতাও পাঠ করলেন। সমতা পরিষদ সমবেত কণ্ঠে শোনালেন 'আজি প্রণমি তোমারে' রবীন্দ্রসঙ্গীতটি দেবযানী সমাদ্দারও শোনালেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। উর্দু মিশ্রিত গজল শুনিয়ে আসরকে অন্য মাত্রা দিলেন সঙ্গীত শিল্পী রবি প্রতাপ সিং। শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্রও গান শুনিয়েছেন। আসরে প্রথম এলেন শিক্ষা জগতের মানুষ, বাচিক শিল্পী সুব্রত সিনহা। কল্যাণ দাশগুপ্তের কবিতা 'পরাণ মণ্ডলের নজরুল জয়ন্তী'র অসাধারণ আবৃত্তি শোনালেন। এবারেও ব্যতিক্রমী তরুণ শিল্পী চয়ন চক্রবর্তী নিঃশ্বাসের সাহায্যে মাউথ অরগ্যানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর বাজিয়ে সকলকে করলেন মুগ্ধ। তাঁর হাতে কিছু উপহারও তুলে দেওয়া হল। বিশেষ উল্লেখ্য ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের হাতে সম্মাননা তুলে দিলেন যথাযোগ্য ব্যক্তি তথা 'জাতীয় শিক্ষক' শ্রদ্ধেয় অমিয় বরণ ভৌমিক।

আসর রাত্রি ৯টাতেই শেষ করতে হল – তখনও কিন্তু শূন্য আসনের সাথে তুলনায় গুণীজনের উপস্থিতির সংখ্যা কিছু খারাপ নয়।

ধূমকেতু পাপেটের 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'

ইন্দ্রজিৎ আইচ : ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার বিষয়ের উপর পুতুল নাচের অনুষ্ঠান শুরু

হয়েছে। গ্রামের মানুষদের সচেতন করতে পুতুলের নানান মজার অনুষ্ঠান কথাবলা পুতুল, পুতুলনাচ ও পথ নাটিকা ''মেয়েরা যখন মা হয়'' কাহিনী ও নির্দেশনা দিলীপ মণ্ডল। এই নাটিকাটিতে তুলে ধরা হয়েছে মেয়েদের লেখাপড়া, স্বনির্ভর করা এবং উপযুক্ত বয়সে বিয়ে দেওয়া, উপযুক্ত বয়সে যেন মা হয়, মা হবার আগে ও পরে শারীরিক সমস্যার কিভাবে সমাধান ও যত্ন নিতে হবে এইটাও তুলে ধরা হয়েছে এবং কন্যা সন্তান বাঁচাও, কন্যা সন্তান পড়াও এই নাটকের মূল বিষয়। ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের পরিবেশনায়, ভারত সরকারের সূচনা ও প্রসারণ মন্ত্রালয়, সঙ্গীত এবং নাটক বিভাগের সহযোগিতায় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও কোতলপুরের বিভিন্ন জায়গায় স্বচ্ছ ভারত নিয়ে পুতুল নাচ এবং হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার বিষয়ে পুতুলের নাটক পরিবেশিত হচ্ছে। এই পুতুলের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে কথাবলা পুতুল, দস্তানা পুতুল, জাপানি বুনরাকু পুতুল ও মুখোশ। সমগ্র অনুষ্ঠানগুলি ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের ট্রুপ লিডার নিখিলেশ সরকার পরিচালনা করেছে। সহযোগিতায় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও কোতলপুর ব্লকের বিডিও।

কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার

নাট্যকর্মীদের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি–র উদ্যোগে

প্রশিক্ষণ শিবির

বিষয় : 'নাটক থেকে নাট্য' বিষয়ক প্রযোজনাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির।

যোগ্যতাবলি : ১৮–৪৫ বছর বয়স। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ। কমপক্ষে ৫ বছর নাটক করার অভিজ্ঞতা।

কী কী লাগবে : বয়স, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র। সাক্ষাৎকারে নিজ নিজ যোগ্যতা প্রমাণ করে নির্বাচিত হতে হবে।

অন্যান্য তথ্য : শিবিরটি আবাসিক। সকলকেই সপ্তাহব্যাপী থাকতে হবে। নির্বাচিত হলে থাকা–খাওয়া ও যাতায়াত ভাড়া (ট্রেন/বাসে সাধারণ শ্রেণিতে) নাট্য আকাদেমি বহন করবে। তবে, সাক্ষাৎকারে আসার জন্য কোনো খরচ দেওয়া হয় না।

নৈহাটি পৌরসভার সহযোগিতায়

শুধুমাত্র কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বসবাসকারী নাট্যকর্মীরা সাক্ষাৎকারের জন্য আসবেন। উপরে উল্লিখিত সাধারণ শর্তাবলি পূরণ হলে আগ্রহীরা ৩০ আগস্ট ২০১৫ রবিবার পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ভবন–এ (কলকাতা রবীন্দ্রসদনের কাছে এক্সাইড মোড়ে) দুপুর ১১টা থেকে শুরু হওয়া সাক্ষাৎকারে আসতে পারেন। উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষার্থী পাওয়া গেলে শিবিরটি ১৪–২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে।

যোগাযোগ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
এবং
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ)
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা–৭০০০২০
ফোন : ২২২৩–৪৭৮৬, ২২২৩–১১৩২ (দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা)

৯৮৮(৬)/জেতসদ/২৪ পর: (দ:)/২৬.০৮.১৫

প্রকাশিত হতে চলেছে

শারদীয়

আলিপুর বার্তা

নবীন–প্রবীণের সাহিত্য সেতু ১৪২২

গদ্য লিখছেন

সুকুমার মণ্ডল ● শচীন্দ্রনাথ বড়পন্ডা ● সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায় ● সিদ্ধার্থ সিংহ ● বরুণ কুমার চক্রবর্তী

জাদু প্রবন্ধ লিখেছেন ● অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশেষ রচনায় ● ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

গবেষণাধর্মী রচনায় ● ডলি দত্ত ও কৃষ্ণা সেন

সিনেমার বিশেষ রচনা ● ডঃ শংকর ঘোষ

কবিতার ছন্দে মাতিয়েছেন

জাদুকর ডঃ পিসি সরকার (জুনিয়র) ● রত্নেশ্বর হাজরা
কানাইলাল ঘোষ ● ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন

এছাড়াও লিখছেন আরও অনেক কবি–সাহিত্যিক
বিশেষ সাক্ষাৎকার অভিনেতা মৃণাল মুখোপাধ্যায়।

বলে রাখুন
আপনার পত্রপত্রিকা বিক্রেতাকে

ইস্ট-মোহন বড় ম্যাচের আগে অঙ্কের হিসাব

জাপানি-কোরিয়ান ডুয়েলের পাশে অস্ত্র নাইজেরীয়রাও

কমল নস্কর

ফের এক মহাযুদ্ধের মুখোমুখি হতে চলেছে বঙ্গ ফুটবল। আর বলাইবাহুল্য সেই মহারণের কেন্দ্রীয় চরিত্র সেই চিরনবীন মোহনবাগান

এবং ইস্টবেঙ্গল। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই তাই ধমাকা ফুটবল দেখতে চলেছে গোটা বঙ্গ তথা ফুটবলসমাজ। এর আগে শত শতবার মোহন-ইস্ট নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছে। মাতিয়ে তুলেছে পুরো রাজ্যবাসীকে। এমনকী এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ডুয়েলকে ঘিরে ভারতের অন্যান্য শহরও আলোড়িত হয়েছে। যদিও এদের হোমগ্রাউন্ড কলকাতার বড় ম্যাচ চিরকাল অন্য ঘরানার। এবারেও যথারীতি তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এমনিতেই কলকাতা লিগের খেলা ঘিরে উন্মাদনার পারদ সবে উঠতে চলেছে। একদিকে গত পাঁচবারের বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ছঠবার কলকাতা লিগ জিতে ডবল হ্যাটট্রিকের সামনে। অপরদিকে এক যুগ পর জাতীয় লিগ জিতে মোহনবাগান চাইছে নিজেদের পাড়ায় অর্থাৎ কলকাতায় নিজেদের মাতব্বরি দেখাতে। এর পাশাপাশি এরিয়ান্স এবং মহমেডানও কলকাতা লিগে নিজেদের মতো করে অস্ত্র শানাচ্ছে। এই পটভূমিকায় আগামী ৬ সেপ্টেম্বর বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল আবার নিজেদের মেপে নিতে চলেছে। এখন দেখে নেওয়া যাক দুদলের শক্তি এবং দুর্বলতার জায়গা কি কি?

দূরপ্রাচ্যের দুই তারকা এবার ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হতে চলেছে। এদের পাশাপাশি দুদলের অপর দুই লাল-হলুদ জার্সি গায়ে প্রথম সিরিজেই বাজিমাৎ করছেন ইস্টবেঙ্গলের কোরিয়ান স্ট্রাইকার ডু ডং। বস্তুত মহমেডানের সঙ্গে গোলশূন্য ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের দুটি গোল যেভাবে ডংয়ের পা থেকে এসেছে তাতে লাল-হলুদ সমর্থকরা উল্লাসিত হতেই পারেন। যেমন আবার সবুজ মেরুন সমর্থকেরা আশায় বুক বাঁধছেন তাদের জাপানি স্কিমার কাতসুমিকে নিয়ে। যেভাবে সারা মাঠ চষে খেলেন এই জাপানি তাতে ইস্টবেঙ্গল ব্রিগেডে আশঙ্কা ঘনাতেই পারে।

অপরদিকে ডং ভেঙে দিতে পারেন মোহন ডিফেন্সের যাবতীয় দুর্গ।একক দক্ষতায় গোল করার বা ম্যাচের মোড় ঘোরাবার তারকা মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলে মজুত যথাক্রমে দুই আফ্রিকান সিংহের মাধ্যমে। ইস্টবেঙ্গলের র‍্যান্টি মার্টিন্সের থেকে কোনও অংশে কম যাচ্ছেন না অপর নাইজেরীয় ডুডু। দুদলের এই চার তারকাকে নিয়ে বিচারে বসলে কার্যত স্কোরশিট হয়ে উঠবে সমান সমান। কারণ এই কলকাতা লিগের পারফরমেন্স এবং ফর্মের বিচারে দেখলে দেখা যাচ্ছে জাপানি কাতসুমির থেকে গোল করা এবং করানো এই দক্ষতার মাপকাঠিতে কিছুটা হলেও এগিয়ে থাকছেন কোরিয়ান ডং। মোহনবাগানের এই সামান্য ঘাটতি ঢেকে দিতে পারেন ধারাবাহিকভাবে গোলের মধ্যে গোলের মধ্যে থাকা ডুডু। বিশেষ করে গোল খরা চলা বাগানের মরুভূমিতে মরুদ্যান বয়ে নিয়ে এনেছেন ডুডুই। দুদলের এই চারতারকার সর্বসম্মত বিচারে বরং সামান্য হলেও এগিয়ে বাগান। তবে ইস্টবেঙ্গলের কোরিয়ান তারকা ডং যেভাবে খেলছেন তাতে এক-দুটো মোচড়ে খেলার রং পুরো পালটে দিতে পারেন তিনি।

গোল করা এবং করানোর লোকেদের গল্প হলেও বড় ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করবে দুদলের ডিফেন্স ট্যাকটিসের ওপর। মহমেডানের সঙ্গে ম্যাচে ইস্ট ডিফেন্সে দারুণ মানানসই লেগেছে অর্ণব মন্ডল এবং বেলো রজাক জুটিতে। অবশ্য কলকাতা লিগে দুই বিদেশি খেলানোর নিয়মের জাতাকলে পড়ে ইস্টবেঙ্গল হয়তো দলে রাখতে পারবে না বেলোকে। র‍্যান্টি যদি ম্যাচ ফিট না থাকেন তা হলে অবশ্য বেলোকে দিয়েই শুরু করতে পারেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। মোহনবাগান ডিফেন্সে ভরসা জোগাচ্ছে রাজু গায়কোয়াড়ের মতো অপেক্ষাকৃত তরুণরা। বেশ কিছু গোলের ক্ষেত্রে অবশ্য মোহন ডিফেন্সের ঘাটতি ধরা পড়েছে। তাও বিচারের খাতা নিয়ে বসলে বাগান বা ইস্ট ডিফেন্স প্রায় সমান সমান নম্বরই পাবে। আরেকটা দিক যা নিয়ে আমাদের বিশেষ নজর থাকবে তা হল এই বড় ম্যাচের গেম পলিসি নির্ধারণ কেমন হতে চলেছে। এদিক থেকে ইস্টবেঙ্গল কোচ বিশ্বজিত ভট্টাচার্যের চেয়ে খানিকটা হলেও এগিয়ে মোহনবাগানের জাতীয় লিগ জয়ী কোচ সঞ্জয় সেন। চেতলার সঞ্জয়কে ভরসা জোগাতে বাগানের মিডফিল্ডে প্রায় স্তম্ভ হয়ে উঠেছে অভিজ্ঞ লালকমল ভৌমিক এবং উদীয়মান সৌভিক। লাল-হলুদের সম্পদ অবশ্য মেহতাবের প্রচুর বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতা যা ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে নিমেষে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ক্যানিং স্টেডিয়ামের কাজ চলছে দিবা রাত্রি

কাকলী পাল

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং-১ ব্লকের মাতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতলা চর-এর সন্নিকটে ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্সে-এর স্টেডিয়ামের কাজ চলছে দিবা-রাত্রি। রাজ্যের সুন্দরবন বিষয়ক দফতরের অধীন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ও সুন্দরবন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও স্টেডিয়াম নির্মাণ হবে। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৪ কোটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। বর্তমানে স্টেডিয়ামের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। কাজটি দেখভাল করছে আলিপুর ডিভিশন পিডব্লুডি। ২০১২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যের ক্রীড়া ও পরিবহন দফতরের মন্ত্রী মদন মিত্র ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স, স্টেডিয়াম-এর শিলান্যাস এবং কাজের সূচনা করেন। স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এ ক্রিকেট, ভলিবল, হকি, হ্যান্ডবল প্রভৃতি খেলাধূলার বিভাগ থাকবে। স্টেডিয়ামে ২০ হাজারের বেশি দর্শক বসার ব্যবস্থা এবং ক্লাব হাউস বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। এমনকি রাতে খেলাধুলা করার জন্য বসছে চারটি সার্জ টাওয়ার। মাঠটি অতি আধুনিক পরিকাঠামোভাবে নির্মাণ হচ্ছে। বর্ষার সময় মাঠে জল দাঁড়াবে না। মাঠের জল নিকাশির জন্য ড্রেনেজ আইটেম করা হয়েছে। থাকছে সারা বছরের কোচিং ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে ক্রিকেট কোচিং-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী ২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি এই কাজ সম্পূর্ণ হবে। শুধু সুন্দরবন ও জেলাস্তরের খেলাধূলা নয়, রাজ্যের খেলাধূলাও এখানে হবে।

সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামের। দীর্ঘ বছর ধরে ক্যানিং মহকুমাবাসী দাবি করে আসছিল স্টেডিয়ামের জন্য। দীর্ঘ বাম জমানায় এখানে নির্মাণ হয়নি স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়াম। ফলে বহু প্রতিভা অকালে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকার পরিবর্তনে মা মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুধু সুন্দরবন নয়, সারা বাংলা জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার চলছে তাতে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে খেলাধুলোর প্রতি। তারই ফলস্বরূপ এই উদ্যোগ।

মুখ্যমন্ত্রী বেশ কয়েকবার সুন্দরবন সফরে এসে নতুন নতুন এক গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। সেই সমস্ত কাজগুলি বাস্তব রূপ দিতে রাজ্যের মন্ত্রী, স্থানীয় বিধায়ক, সরকারি আধিকারিক, কর্মচারীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাকি কাজগুলি চলছে দ্রুত গতিতে। স্থানীয় বাসিন্দা পিন্টু সরদার, তাপস দাস, সমীর দেবনাথ, সন্ধ্যা কয়াল, শ্যামল কর্মকার, রাম মণ্ডল প্রমুখরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায় ক্যানিং জোনের ফুটবল খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এখানকার সাঁতারুরা বাংলা ও দেশের হয়ে প্রতিযোগিতা করতো। সেই সাঁতার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে পরিকাঠামোর অভাবে বাম আমলে। এখানে খেলাধূলার মাঠ, স্টেডিয়াম নেই। বহু বছর ধরে ক্যানিং মহকুমাবাসী দাবি করে আসছিল স্পোর্টস কমপ্লেক্স, স্টেডিয়ামের জন্য। তারা আরও বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যানিং সফরে এসে ঘোষণা করেছিলেন ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়াম হবে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ক্যানিং মহকুমাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।

এখানকার খেলোয়াড়রা বহু কষ্ট করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কলকাতায় যায় খেলাধুলার প্রশিক্ষণ নিতে। এই স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স নির্মান হয়ে গেলে বহু স্পোর্টসম্যান উপকৃত হবে। ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স, স্টেডিয়ামের কাজ দিবা-রাত্রি ধরে চলছে। যার প্রকল্প মূল্য প্রায় ১২ কোটি টাকা। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৪ কোটি টাকা দিয়ে কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। টার্গেট ২০১৬ সালে ৩১ জানুয়ারি কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দিনে রাতে কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। আউটডোর-ইন্ডোর দুটি খেলা এই স্টেডিয়ামে হবে। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল আরও বলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যানিং ভাঙনখালিতে নতুন রেলপথ সম্প্রসারণের শিলান্যাস করেছিলেন এই মাঠে। সেই সময় তিনি বলেছিলেন রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে স্পোর্টস কমপ্লেক্স, স্টেডিয়াম করে দেবেন। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনে মা মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এই স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামের কাজ চলছে। তিনি এই স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করবেন। বিগত বাম সরকার সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে ব্যর্থ সেটি সকলের কাছে অজানা নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা কথা দেন, সেটি কাজ করে দেখিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করেন শুধু নয় তা কার্যে রূপান্তর করেন। বিগত বাম সরকারের বহু শিলান্যাস বন-জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। শুধু শিলান্যাস করে গিয়েছে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

অবশেষে জয়ে ফিরল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় এক বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে জয়ে ফিরল ভারত। সৌজন্যে বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া। শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম টেস্টে একটুর জন্য জয়ের মুখ দেখতে পারেনি কোহলির দল। বরং জেতা ম্যাচ হেরে ঘরে-বাইরে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে গিয়েছিল বিরাট বাহিনী। মহেন্দ্র সিং ধোনির যোগ্য উত্তরসূরি তিনি কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। এমতাবস্থায় কুমার সঙ্গকারার বিদায়ী টেস্টে জয় ছিনিয়ে নিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল ভারত। প্রথম টেস্টে ভারতের হয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বিন স্পিনের ভেলকি দেখিয়েছিলেন।

এই টেস্টে অশ্বিনের পাশাপাশি ইশান্ত শর্মার নেতৃত্বাধীন পেসাররাও কামাল করলেন। বস্তুত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এই জয়ে অবদান থেকে গেল তাদেরও। তাছাড়া রানে ফিরলেন ধাওয়ান, কোহলিরাও। শুধু কাঁটার মতো খচখচ করছে জীবনের শেষ টেস্ট খেলতে নামা কুমার সঙ্গকারার বিদায়ী মুহূর্তটা এরকম করুণ হয়ে ওঠা। যদিও ডন ব্র্যাডম্যানের মতো তারকাদেরও শেষ বিদায়টা খুব আনন্দজনক হয়নি।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

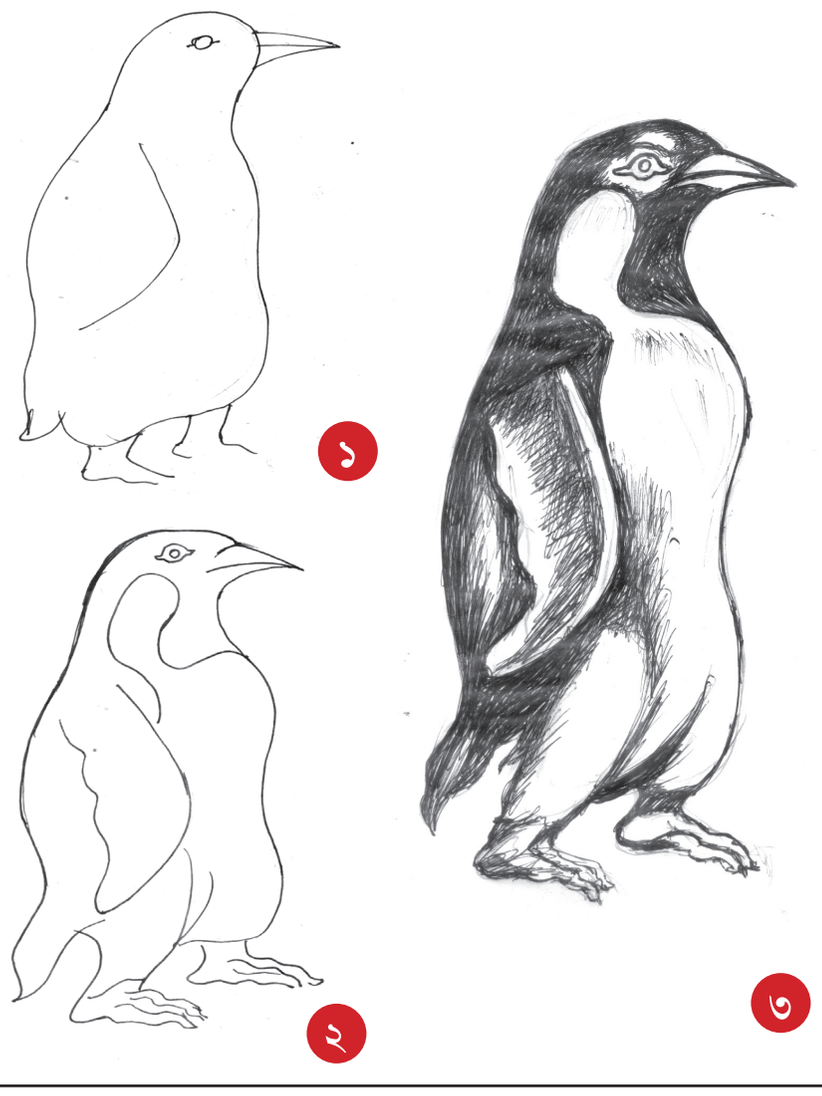

বিসলেরি

জে এন রায়

বাসে বসে ঘামতে ঘামতে কৃষ্ণার জোর তৃষ্ণা পেয়ে গেল। মা বলেছিলেন, গরমের সময় এতটা রাস্তা যাবি, জলের বোতলটা সঙ্গে নিয়ে নে। তখন বলেছিল, দরকার হবে না। এখন কিন্তু পরিতাপ হচ্ছে। বহরমপুর বাস ডিপোতে বাসটা থামতেই কৃষ্ণা পাশের ভদ্রমহিলাকে বলে নিচে নামল জলের খোঁজে। একটু দূরেই একটা দোকান দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করল, বিসলেরি আছে?

দোকানী তখন অন্য এক খদ্দেরের জন্য পান সাজাতে ব্যস্ত। কৃষ্ণার দিকে এক ঝলক দেখে উত্তর দিল, না, তবে কিনলে পাবেন।

কৃষ্ণার ঝটপট উত্তর, হ্যাঁ হ্যাঁ দিন, যা তেষ্টা পেয়েছে, কিনেই তো নেব, কত দাম?

জিজ্ঞাসা

সন্তোষ কুমার সরকার

চিংড়ি যদি মাছ হয়
ফড়িং তবে কী?
বাঘ যদি হিংস্র হয়
মানুষ তবে কী?

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

সৈনিক নাথ, তৃতীয় শ্রেণি, সেন্ট হেলেন স্কুল

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com